গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

(২০২১-২০২৫)

টেকসই উন্নয়নে দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

জানুয়ারি ২০২১

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
www.modmr.gov.bd

সহযোগিতায়: ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

(২০২১-২০২৫)

টেকসই উন্নয়নে দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

জানুয়ারি ২০২১

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ১০০০

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫

National Plan for Disaster Management 2021-2025

প্রকাশক:

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা ১০০০

প্রকাশকাল: বাংলা সংস্করণ, জানুয়ারি ২০২১

গ্রন্থস্বত্ব: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

সকল স্বত্ব সংরক্ষিত। কোন আগ্রহী ব্যক্তি কর্তৃক পরিকল্পনা দলিলের ব্যবহার উৎসাহিত করা হলেও, প্রকাশকের নিকট হতে লিখিতভাবে পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে এ প্রকাশনা বা এর কোন অংশ মুদ্রণ করা যাবে না। গবেষণা কাজে ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত উপায়ে সূত্র উল্লেখ করতে হবে:
The Government of Bangladesh (2021). *National Plan for Disaster Management 2021-2025.* Dhaka: Ministry of Disaster Management and Relief.

পরিকল্পনা বিষয়ে জ্ঞাতব্য:

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫ আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় ১৭ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে গৃহীত হওয়ার পর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয় ২৯ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে। সকলের অভিগম্যের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে পোস্ট করা হয়।

www.modmr.gov.bd

সূচিপত্র

সারসংক্ষেপ iii

ACRONYMS vi

অধ্যায় ১. পরিকল্পনা প্রসঙ্গ .....

১.১ মধ্যম আয়ের দেশের পথে বাংলাদেশ: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গ ১

১.২ আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ২

১.৩ এনপিডিএম ২০১৬-২০২০-এর অগ্রগতি ও অর্জন ৪

১.৩.১ এনপিডিএম ২০১৬ - ২০২০ এর গত পাঁচ বছরে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এবং অর্জন ৫

১.৩.২ পূর্ববর্তী পরিকল্পনার শিক্ষণ ও উন্নতির সুযোগ ৭

১.৪ এনপিডিএম ২০২১-২০২৫ এর পরিধি ৮

১.৪.১ এনপিডিএম ২০২১-২০২৫ পরিধির বহুমাত্রিকতা ৮

১.৫ এনপিডিএম ২০২১-২০২৫ প্রণয়ন প্রক্রিয়া ১০

অধ্যায় ২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও চালিকাশক্তি ১১

২.১ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ১১

২.২ বিভিন্ন সেক্টরের ভূমিকা ১২

২.৩ দুর্যোগ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন খাত বা সেক্টরের নীতি ১৪

২.৪ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা ও কর্মকাঠামোর সঙ্গে যোগসূত্র ১৬

অধ্যায় ৩. পরিবর্তনশীল ঝুঁকি পরিবেশ ও ব্যাপকতা ২২

৩.১ পরিবর্তনশীল ঝুঁকি পরিবেশ ২২

৩.২ ঝুঁকির পরিবেশ ও পরিধি ২৩

অধ্যায় ৪. জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ২৭

৪.১ লক্ষ্যসমূহ ২৭

৪.২ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫-এর মূল ক্ষেত্রসমূহ ২৮

৪.৩ কৌশল হিসেবে অন্তর্ভুক্তকরণ ২৮

৪.৩.১ জেন্ডার, প্রতিবন্ধিতা এবং দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ২৯

৪.৩.২ দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য টুইন-ট্র্যাক কৌশল ২৯

৪.৩.৩ ঢাকা ঘোষণা ১৫+ এর গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্ষেত্র ৩১

৪.৩.৪ অন্তর্ভুক্তিমূলক পুনর্নির্মাণ, পুনর্গঠন ও পুনরুদ্ধার ৩২

৪.৪ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫ বাস্তবায়নের মূলনীতিসমূহ ৩৩

অধ্যায় ৫: কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ৩৬

৫.১ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫ বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার বিনিয়োগ ক্ষেত্র ৩৬

৫.২ বিশেষ ক্ষেত্র হিসেবে ভূমিকম্প সহনশীলতা ৩৭

৫.৩ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫ এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের সময়কাল ও কৌশল ৩৮

৫.৩.১ বাস্তবায়ন কমিটি ৩৯

৫.৪ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অর্থায়ন প্রক্রিয়া..... ৩৯

৫.৫ ফলাফল পরিবীক্ষণ কর্মকাঠামো..... ৪১

সারণি

সারণি-১. দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নারীদের জন্য টুইন-ট্র্যাক কৌশল ২৯

সারণি-২. দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য টুইন-ট্র্যাক কৌশল ৩০

সারণি ৩: জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫-এর প্রধান কার্যক্রম ও লক্ষ্যমাত্রা ৪৩

সারণি ৪: জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫-এর প্রধান কার্যক্রম ও হটস্পট ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ৫৪

সারসংক্ষেপ

ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার মতো দুর্যোগে জানমালের ক্ষতি হ্রাসের ক্ষেত্রে সাফল্যের কারণে বাংলাদেশ বিশ্বে 'রোল মডেল' হিসেবে স্বীকৃত। তবে পরিবর্তনশীল ঝুঁকি পরিবেশ বিশ্লেষণে এটি স্পষ্ট যে, সামগ্রিক দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় উন্নতির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। বিশেষত ভূমিকম্প, ভূমিধস, বজ্রপাত, অগ্নিকাণ্ড, রাসায়নিক দুর্ঘটনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী কৌশল অন্বেষণ খুবই জরুরি।

গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স ২০২০ (জার্মানওয়াচ) অনুযায়ী বিশ্বের ১৭১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম। এদেশের মানুষ প্রতিনিয়ত ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, লবনাক্ততা, ভূমিকম্প, শৈত্যপ্রবাহ, নদীভাঙন, বজ্রপাত প্রভৃতি দুর্যোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। বিগত কয়েক দশক থেকে বাংলাদেশে দ্রুত উন্নয়নের কাজ হচ্ছে। এরই মধ্যে অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে ছোট বড় বিভিন্ন নগর ও শহর এবং যার বেশিরভাগই হচ্ছে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায়। সাম্প্রতিক সময়ে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস দিক পরিবর্তন করে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে আঘাত হানছে এবং জানমালের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করছে। সুন্দরবনের ক্ষতি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে, ভৌগোলিকভাবে ভূমিকম্প সক্রিয় অঞ্চলে অবস্থান করায় বাংলাদেশ ভূমিকম্পের ঝুঁকি এবং সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির দিক থেকেও পৃথিবীর অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ।

দ্রুত নগরায়নের ফলে ভূমিকম্পের ঝুঁকির সাথে সাথে বাংলাদেশে অগ্নিকান্ড, ভবনধস, কলকারখানার দুর্যোগ ঝুঁকিও বৃদ্ধি পাচ্ছে। রিখটার স্কেল অনুযায়ী একটি মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্পও দেশের প্রধান প্রধান শহর, যেমন: ঢাকা, সিলেট ও চট্টগ্রামে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করতে পারে। অন্যদিকে বিগত দশকগুলোর অভিজ্ঞতায় দেখা যায় বাংলাদেশে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বছরে বহু রকমের দুর্যোগ আঘাত হানছে যা কিছুটা হলেও অস্বাভাবিক। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, ২০২০ সালে পরপর পাঁচবার বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় আম্পান আঘাত করেছে ও বৈশ্বিক

মহামারী কোভিড-১৯ এর প্রকোপ দেখা দিয়েছে। প্রাকৃতিক ও অন্যান্য দুর্যোগের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সরকার দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস ও দুর্যোগে সাড়াদানের নিমিত্ত নানা রকম পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (NPDM) ২০২১-২০২৫' হচ্ছে ২০১৬-২০২০ এর ধারাবাহিক ও পরিমার্জিত সংস্করণ যেটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগ বাস্তবায়ন করেছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, এনজিও, বেসরকারি খাত ও উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে এনপিডিএম ২০২১-২০২৫ প্রস্তুত করা হয়েছে।

এনপিডিএম ২০২১-২০২৫ দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক সেন্দাই কর্মকাঠামো (SFDRR) ও বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি (SOD)-এর মৌলিক নীতিমালার আলোকে দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পরস্পরযুক্ত নিম্নলিখিত পাঁচটি পর্যায়ে উন্নতি বিধানের লক্ষ্য নিয়ে প্রণয়ন করা হয়েছে।

১) **দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রম** অর্থাৎ, পদ্ধতিগত উপায়ে দুর্যোগঝুঁকি নিরূপণ, বিশ্লেষণ এবং পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের সামগ্রিক বিপদাপন্নতা ও দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস নিশ্চিত করা;

২) **দুর্যোগ প্রস্তুতি** অর্থাৎ, যে কোন প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় জনগোষ্ঠী পর্যায়ে প্রয়োজনীয় বা যথাযথ প্রস্তুতি নিশ্চিত করা;

৩) **আগাম সতর্কতা ও হুঁশিয়ারি** অর্থাৎ, কোন আসন্ন আপদ থেকে জীবন, সম্পদ ও মূল্যবান দ্রব্যাদি রক্ষার জন্য কার্যকর সতর্কীকরণ নিশ্চিত করা;

৪) **জরুরি সাড়াদান** অর্থাৎ, প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট আপদে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর জন্য জরুরি মানবিক সেবা সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ নিশ্চিত করা;

৫) **পুনর্বাসন, পুনর্গঠন ও পুনরুদ্ধার** অর্থাৎ, দুর্যোগ পরবর্তী প্রতিকূল পরিস্থিতিতে 'আগের চেয়ে ভালো অবস্থায় প্রত্যাবর্তন'এর কার্যকর কৌশল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

পরিকল্পনাটি পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গসহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত আইনি কাঠামো, পূর্বতন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও পরিবর্তনশীল দুর্যোগঝুঁকি পরিস্থিতির সবিশেষ বিবরণ রয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও চালিকাশক্তি তুলে ধরা

হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে পরিবর্তনশীল ঝুঁকি পরিবেশ ও এর ব্যাপকতার বিশ্লেষণ। চতুর্থ অধ্যায়ে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং পঞ্চম অধ্যায়ে বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা ও বিনিয়োগ অগ্রাধিকার তুলে ধরা হয়েছে।

এই পরিকল্পনায় নারী, শিশু, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, তৃতীয় লিঙ্গ ও জাতিগত সংখ্যালঘু শ্রেণীর মানুষের ওপর বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়ে কার্যক্রম রাখা হয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কারিগরি নির্দেশনায় ও সমন্বয়ের মাধ্যমে এনপিডিএম ২০২১-২০২৫ বাস্তবায়ন করা হবে। পরিকল্পনায় সন্নিবেশিত বিভিন্ন কার্যক্রম বা কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থান করবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগ বা সংস্থা। এনজিও, দাতা সংস্থা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও বিভিন্ন কার্যক্রম বা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থান করতে পারে।

বর্তমান পরিকল্পনার সারণি ১-এ সর্বমোট ৫০টি কার্যক্রম সংযোজন করা হয়েছে। এসকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব ও নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম সন্নিবেশ করা হয়েছে। কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের সময় সেগুলোকে আরও বিস্তারিতভাবে বিভাজন করা হবে। সংশ্লিষ্ট খাত বা সেক্টর বা জনগোষ্ঠী পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী চিহ্নিত কার্যক্রমসমূহের পরিমার্জন ও সংশোধন করতে পারবে।

ACRONYMS

ADB	Asian Development Bank
BCCSAP	Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan
BDP	Bangladesh Delta Plan 2100
BNBC	Bangladesh National Building Code
BWDB	Bangladesh Water Development Board
CCA	Climate Change Adaptation
COVID-19	Corona Virus Disease - 19
CRI	Climate Risk Index
DAE	Department of Agricultural Extension
DC	Deputy Commissioner
DDM	Department of Disaster Management
DDMC	District Disaster Management Committee
DRM	Disaster Risk Management
DWA	Department of Women Affairs
EPAC	Earthquake Preparedness and Awareness Committee
FPOCG	Focal Point Operational Coordination Group
FSCD	Fire Service and Civil Defence
GAR	Global Assessment Report
HBRI	House Building Research Institute
ILO	International Labour Organization
IMDMCC	Inter-Ministerial Disaster Management Coordination Committee
JICA	Japan International Cooperation Agency
JMREMP	Jamuna-Meghna River Erosion Mitigation Project
MoDMR	Ministry of Disaster Management and Relief
NDMAC	National Disaster Management Advisory Committee
NDMC	National Disaster Management Council
NOC	No Objection Certificates
NPDM	National Plan for Disaster Management
NPDRR	National Platform for Disaster Risk Reduction

NRP	National Resilience Programme
OSHE	Occupational Safety, Health and Environment Foundation
RMG	Ready Made Garment
SDG	Sustainable Development Goals
SFA	SAARC Framework for Action
SFDRR	Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
SOD	Standing Orders on Disaster
UNDP	United Nations Development Programme
UNFCCC	United Nations Framework Convention on Climate Change
UZDMC	Upazila Disaster Management Committee
WDMC	Ward Disaster Management Committee
WB	World Bank
WFP	World Food Programme

অধ্যায় ১. পরিকল্পনা প্রসঙ্গ

১.১ মধ্যম আয়ের দেশের পথে বাংলাদেশ: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গ

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ। দেশের মানুষ প্রায়শই ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, লবণাক্ততা, শৈত্যপ্রবাহ, নদীভাঙন এবং বজ্রপাতসহ নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে এসব দুর্যোগের তীব্রতা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস এবং ঝড়ের গতি পরিবর্তন করে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে আঘাত হানছে যা জানমালের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করছে। বিশেষত সুন্দরবনের যথেষ্ট ক্ষতি করছে। ভৌগোলিকভাবে ভূমিকম্প সক্রিয় অঞ্চলে অবস্থান করায় বাংলাদেশ ভূমিকম্পের ঝুঁকি এবং সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির দিক হতেও পৃথিবীর অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স ২০২০ (জার্মানওয়াচ) অনুযায়ী বিশ্বের ১৭১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম।

বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশ দুর্যোগ ও জলবায়ুঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য 'রোল মডেল' হিসেবে পরিচিত ও নন্দিত। দেশের স্বাধীনতা পরবর্তী দূরদর্শী উদ্যোগ, এবং বর্তমান সরকারের ধারাবাহিক ও যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক এবং নীতিকাঠামোসমূহের উন্নয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশ সরকারের দীর্ঘ, মধ্য ও স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা ও কর্মসূচিগুলো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে বিবেচনায় নিয়ে অন্যান্য অগ্রাধিকারমূলক এজেন্ডার সাথে সমন্বিত করে পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম ভূমিকা হচ্ছে - জাতীয় নীতি, পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি প্রণয়ণে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান যার মাধ্যমে দুর্যোগ সহনশীলতা অর্জন করা যায়। পাশাপাশি বাংলাদেশ সম্ভাব্য বিপদ এবং দুর্যোগে প্রস্তুতি ও সাড়া দেওয়ার জন্য বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক প্রোটোকল এবং পদ্ধতিগুলো মেনে চলে।

সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সকল সূচকে বাংলাদেশ উত্তরোত্তর উন্নতি অর্জন করে চলেছে। বাংলাদেশ ২০১৮ সালে মোট দেশজ সম্পদের প্রবৃদ্ধি ৭.৮৬% অর্জন করেছে যা ৭০ দশকে মাত্র ৪% এর নিচে ছিল। মাথাপিছু গড় আয় ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বৃদ্ধি পেয়ে ২০৬৪ মার্কিন ডলার হয়েছে যা ১৯৭২ সালে ছিল মাত্র ১০০ মার্কিন ডলার। দারিদ্র্য হার ১৯৭০ এর শুরুর দিকে যেখানে ৭৫% ছিল বর্তমানে তা হ্রাস পেয়ে ২০.৫% এ নেমে এসেছে[১]। ২০২৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশ সরকার মধ্যম আয় এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে উন্নয়ন প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

ক্রমবর্ধমান দুর্যোগঝুঁকি এবং সাম্প্রতিক বৈশ্বিক মহামারী কোভিড- ১৯ জনিত চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও রূপকল্প ২০২১ এবং ২০৪১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বাংলাদেশ সরকারের ধারাবাহিক প্রচেষ্ঠা অব্যাহত রয়েছে। সরকারের এ

[১] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা নির্ভর করে এর অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সামাজিক বিকাশের ওপর যার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে প্রকৃতি, জলবায়ু পরিবর্তন, নীতিকাঠামো এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে কার্যকর মেলবন্ধন। কেননা জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন এবং দুর্যোর্গঝুঁকি হ্রাস ব্যতিরেকে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব নয়। দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য হলো প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করাসহ সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার পাশাপাশি সংস্থা ও প্রশাসন ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করা।

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (NPDM) ২০২১-২০২৫ দুর্যোগ এবং এ সম্পর্কিত ঘটনা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এই পরিকল্পনাটি দেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ও অন্যান্য নীতিকাঠামো দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের ভিশন ও লক্ষ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এনপিডিএম ২০২১-২০২৫ সেন্দাই কর্মকাঠামোর অগ্রাধিকার, লক্ষ্য ও প্রধান কার্যক্রমের সাথে সমন্বয়পূর্বক প্রণয়ন করা হয়েছে। এনপিডিএম ২০২১-২০২৫ প্রণয়নে বাংলাদেশ সরকারের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ ও ২০৪১ এর মূল লক্ষ্যসমূহ প্রতিফলিত হয়েছে। দেশের বর্তমান এবং বিশেষ করে বেসরকারি খাতের সম্ভাব্য বিনিয়োগের পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে ঝুঁকি অবহিতিমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন উৎসাহিত করা হয়েছে।

এনপিডিএম ২০২১-২০২৫ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কৌশলগত পরিকল্পনার প্রণয়নে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিশ্রুতিকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করবে যা বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধিতে একটি কার্যকর ট্যুল হিসেবে ভূমিকা রাখবে। এনপিডিএম দেশের দীর্ঘমেয়াদে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার অভীষ্ট ফলাফল অর্জনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। পূর্ববর্তী পরিকল্পনাগুলো থেকে প্রাপ্ত সাফল্যের ভিত্তিতে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রম অব্যাহত রাখার মাধ্যমে দুর্যোগ সহনশীলতা অর্জনে এনপিডিএম ২০২১-২০২৫ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

এনপিডিএম ২০২১-২০২৫ এর লক্ষ্য হলো বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাধ্যমে সেন্দাই কর্মকাঠামোর অগ্রাধিকারসমূহ বাস্তবায়ন জোরদারকরণ। এ পরিকল্পনাটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ এর সাথে সংগতি রেখে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি (SOD) ২০১৯ এ বর্ণিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তরের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

১.২ আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভিন্ন জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক চালিকাশক্তি দ্বারা পরিচালিত যার মধ্যে রয়েছে ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২; খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫; গ) দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি (SOD) ২০১৯; ঘ) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০; ঙ) সার্ক ফ্রেমওয়ার্ক ফর অ্যাকশন (SFA) এবং চ) সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর মতো জাতীয় মধ্যমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সাথে মিল রেখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার নীতিমালা, পরিকল্পনা এবং কর্মসূচিগুলো প্রস্তুত করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (SDG) অর্জনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ও কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উল্লেখযোগ্য দিকনির্দেশনা প্রদান করছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (NDMC) বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সার্বিক দিকনির্দেশনা প্রদানের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ যার কর্মপরিধিতে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস, প্রশমন, প্রস্তুতি, সাড়াদান এবং পুনরুদ্ধার কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা একটি বহুখাত ভিত্তিক কার্যক্রম হওয়ায় কোনো একক সংস্থা বা সেক্টরের মাধ্যমে দুর্যোগ সহনশীলতা অর্জন সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে চাহিদা অনুযায়ী সেক্টরভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সচিবালয় হিসেবে সমন্বয় ও সহযোগিতামূলক দায়িত্ব পালন করে থাকে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রধান আইনি দলিল এবং এটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রণয়ণের নির্দেশনা দিয়েছে। এই আইনটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং এর অধিভুক্ত বিভাগ এবং সংস্থাসমূহের ভূমিকা, দায়িত্বাবলি বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আইনি পরিসীমা এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতার ক্ষেত্রসহ এদের সেবা প্রদানের দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। আইনের ২০ নং ধারায় এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫: বাংলাদেশ সরকার ২০১৫ সালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫ অনুমোদন দিয়েছে। এই নীতিমালা সকল পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সুশাসন উন্নয়নে সহায়তা করছে। সামগ্রিক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম কার্যকর করার লক্ষ্যে এ নীতিমালা একটি দক্ষ ও সহায়ক ব্যবস্থা হিসেবে ভূমিকা রাখছে। এই নীতিমালায় উল্লেখিত নীতিসমূহের ভিত্তিতেই জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১৯: এই আদেশাবলি দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রতিটি পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটি ও সংস্থার ভূমিকা এবং দায়িত্ব সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত এবং সচেতন করতে ভূমিকা রাখছে। দুর্যোগ বিষয়ক-স্থায়ী আদেশাবলি অনুযায়ী প্রতিটি মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং সংস্থা তার দায়িত্ব ও কার্যাবলি দক্ষতার সাথে সম্পাদনের জন্য বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলিতে উল্লেখিত এই কর্মপরিকল্পনাগুলো সামগ্রিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাতে প্রতিফলিত হয়।

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (NPDM) : এটি বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ বিষয়ক ভিশন, মিশন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পদ্ধতির দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা এবং কর্মসূচির আলোকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য পরিচালিত কৌশলগত পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় ঝুঁকি অবহিতিমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বিনিয়োগের ক্ষেত্র তৈরি করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণে এর বাস্তবায়নের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এবং ২০৪১: বাংলাদেশ সরকারের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (রূপকল্প ২০২১ এবং ২০৪১) চিহ্নিত দেশের উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন ও প্রচেষ্টাতে গতি আনার সাথে সাথে, পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তন অন্তর্ভুক্তকরণ এবং বিবেচনায় নিয়ে দেশের উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক বিকাশের ওপর জোর দেয়। বিশেষত, এই পরিকল্পনায় ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর কথা বিবেচনায় রেখে বিভিন্ন পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিপদপন্নতা হ্রাস এবং দুর্যোগ সহনশীলতা বাড়ানোর কৌশল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা লক্ষ্যসমূহকে প্রেক্ষিত পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ অর্জনের পর্যায়ক্রমিক ধাপ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা: বহুবর্ষের কর্মপরিকল্পনা, যেমন: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকার আন্তর্জাতিক দুর্যোগ চালিকাশক্তিসহ অন্যান্য চালিকাশক্তির প্রতিফলন ঘটিয়েছে। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন সেক্টরভিত্তিক পরিকল্পনাতে এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনূদিত হয়েছে।

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০: ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ একটি দীর্ঘমেয়াদি, আন্তঃখাত সমন্বিত, অভিযোজনভিত্তিক কারিগরি ও অর্থনৈতিক মহাপরিকল্পনা। দীর্ঘ মেয়াদে উন্নয়নকে টেকসই করতে ব-দ্বীপ পরিকল্পনায় দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব হ্রাসে বিভিন্ন পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ব-দ্বীপ পরিকল্পনায় দুর্যোগঝুঁকিপ্রবণ ৬টি হটস্পট হলো: (১) উপকূলীয় অঞ্চল: ঘূর্ণিঝড়প্রবণ অঞ্চল; (২) বরেন্দ্র ও খরাপ্রবণ অঞ্চল; (৩) হাওড় এবং আকস্মিক বন্যাপ্রবণ অঞ্চল: ৭টি জেলা; (৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল: পাহাড়ধস ও আকস্মিক বন্যাপ্রবণ অঞ্চল; (৫) নদী অঞ্চল এবং মোহনা: বন্যাপ্রবণ অঞ্চল এবং (৬) নগরাঞ্চল ভূমিকম্প, জলাবদ্ধতা ইত্যাদি। ব-দ্বীপ পরিকল্পনায় চিহ্নিত ৬টি হটস্পট প্রায়শই দুর্যোগ কবলিত হয়। এনপিডিএম-এ দুর্যোগ হটস্পট বিবেচনায় অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনায় গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫ এর প্রধান কার্যক্রম ও লক্ষ্যমাত্রাগুলোকে ব-দ্বীপ পরিকল্পনার হটস্পটের ভিত্তিতে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

১.৩ এনপিডিএম ২০১৬-২০২০-এর অগ্রগতি ও অর্জন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ এবং অন্যান্য সংস্থার সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এনপিডিএম ২০২১-২০২৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিকল্পনা প্রণয়নে পূর্বতন অর্থাৎ, এনপিডিএম ২০১৬-২০২০ এর অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো হয়েছে। এ পরিকল্পনা বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সংস্থাগুলোর সেক্টোরাল পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করেছে যা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, অন্যান্য নীতিকাঠামো ও কর্মসূচির সাথে সংগতিপূর্ণ।

এনপিডিএম ২০১৬-২০২০ দুর্যোগে সকলের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষা ও অব্যাহত রাখার নিমিত্ত ঝুঁকি অবহিতিমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এ সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগের উদ্যোগ বাস্তবায়ন লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রণয়ন করা হয়। এই পরিকল্পনায় দুর্যোগ সহনশীলতা অর্জনের জন্য আটটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত নির্দেশ রয়েছে, যেমন:

ক) বিদ্যমান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি এবং নীতিমালা হালনাগাদকরণ ;
খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশাসন উন্নয়ন;
গ) দীর্ঘমেয়াদে প্রভাব রাখা দুর্যোগের বিরুদ্ধে সহনশীলতা গড়ে তোলার জন্য বিনিয়োগ;
ঘ) সামাজিক সুরক্ষা ;
ঙ) অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ;
চ) বেসরকারি খাতের সংশ্লিষ্টতা ;
ছ) সহনশীলতা বৃদ্ধিতে দুর্যোগ পরবর্তী সাড়াদান ও পুনরুদ্ধার এবং
জ) সম্ভাব্য নতুন ঝুঁকিসমূহ।

পরিকল্পনায় সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রধান প্রধান বিনিয়োগ ক্ষেত্র ও অগ্রাধিকার কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়। সেই আলোকে অন্তর্ভুক্তিমূলক সেক্টোরাল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে পথপরিক্রমা প্রণয়ন করা হয়েছিল। এটি দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের মাধ্যমে বিভিন্ন অংশীজনের অংশগ্রহণে সরকারের লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রেখেছে।

এনপিডিএম ২০১৬-২০২০ সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন এবং এসডিজিসহ আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক কাঠামোকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রস্তুত করা হয়েছিল। এতে বৈশ্বিক এবং আঞ্চলিক লক্ষ্যগুলো অর্জনের নিমিত্ত জাতীয় কৌশল হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। পরিকল্পনায় মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অন্যান্য সংস্থাগুলোর জন্য ৩৪টি লক্ষ্যমাত্রা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এনপিডিএম ২০১৬-২০২০ এর পর্যালোচনায় দেখা যায় দুর্যোগজনিত মৃত্যুহার ও দুর্যোগ কবলিত মানুষের সংখ্যা কমিয়ে আনা, আগাম সতর্কতাবার্তা উন্নয়ন ও প্রচার, সাড়াদান কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ, ভূমিকম্প প্রস্তুতি, প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্তকরণ, সাড়াদানে সিভিল-মিলিটারি সমন্বয় ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়ছে। তবে, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় জেন্ডার এবং প্রতিবন্ধিতা বিষয় মূলধারায় সম্পৃক্তকরণে আরো সুযোগ রয়েছে।

১.৩.১.এনপিডিএম ২০১৬ - ২০২০ এর গত পাঁচ বছরে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এবং অর্জন

আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থার উন্নতি: দেশব্যাপী আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ এবং পূর্বাভাস ব্যবস্থা বিস্তৃত করা হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে মিডিয়া এবং সংস্থাগুলোর অংশগ্রহণে দুর্যোগ-সংক্রান্ত তথ্য ও সতর্কবার্তা এবং প্রচার ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হয়েছে। বন্যা পূর্বাভাসের প্রারম্ভিক সতর্কবার্তার সময় ২০০৫ সালের ২৪-৪৮ ঘন্টার তুলনায় বর্তমানে ৩-৫ দিন পর্যন্তবৃদ্ধি করা হয়েছে। বন্যা সতর্কবার্তার এ বর্ধিত সময় প্রাণহানি হ্রাস এবং কৃষিক্ষেত্রসহ অন্যান্য সম্পদের ক্ষতি হ্রাস করতে অবদান রাখেছে। পূর্বাভাস-ভিত্তিক আগাম সহায়তা প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সহজ হচ্ছে। Interactive Voice Response (IVR) ব্যবস্থায় টোল ফ্রি ১০৯০ নম্বরে মোবাইল ফোনে কলের মাধ্যমে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের আগাম সতর্কবার্তাসহ আবহাওয়ার সার্বক্ষণিক তথ্য পাওয়ার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করা হয়েছে। প্রারম্ভিক সতর্কবার্তা পরিষেবা সরবরাহ করে সমুদ্রের হাজার হাজার জেলেদের জীবন বাঁচানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, এজেন্সি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থাগুলো সতর্কবার্তা উন্নয়ন ও প্রচারে ভূমিকা রাখছে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়ের আগাম সতর্কীকরণ বার্তা প্রচারের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করা হয়েছে। নদীভাঙন, বজ্রপাতের পূর্বাভাস ব্যবস্থা এবং ভূমিধসের ঝুঁকি হ্রাসে সতর্কীকরণ ব্যবস্থাকে হালনাগাদকরণে উদ্ভাবনী কার্যক্রম গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ভূমিকম্প কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণ: দুর্যোগ সহনশীল ও বাসযোগ্য শহরগুলোর বিকাশের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বড় বড় শহরে নগর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। এছাড়াও বেশ কয়েকটি শহরে বিজ্ঞান, নীতি ও চর্চার জন্য ভূমিকম্প প্রস্তুতি কার্যক্রম ভূমিকম্প সাড়াদানে উদ্ধার ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ জোরদারকরণ ও বাস্তবায়ন করছে।

কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক উন্নয়ন কার্যক্রম: সারা দেশে ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স-এর মাধ্যমে ৪৯ হাজার নগর স্বেচ্ছাসেবী তৈরি করা হয়েছে। এ নগর স্বেচ্ছাসেবক ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি নিকটস্থ ফায়ার সার্ভিস ইউনিটের সাথে যুক্ত হয়ে সাড়াদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

সিভিল-মিলিটারি সমন্বয় ব্যবস্থার উন্নয়ন: ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, ভূমিধস ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ যেমন: অগ্নিকান্ড, ভবনধস এবং ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাড়াদানে, বিশেষত সন্ধান ও উদ্ধারকাজ, মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা, ধ্বংসাবশেষ ব্যবস্থাপনা, পুনর্বাসন ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রমে সিভিল-মিলিটারি সমন্বয় কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। এছাড়াও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ ২০১০ সাল থেকে বড় ধরনের দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুতি ও সাড়াদান কার্যক্রম ব্যবস্থার উন্নয়নে ডিজাস্টার রেসপন্স এক্সারসাইজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ (DREE) আয়োজন করে আসছে।

জাতীয় জরুরি কার্যক্রম পরিচালন কেন্দ্র (NEOC): বড় ধরনের দুর্যোগের কার্যকর মোকাবিলা তথা ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনতে জাতীয় কার্যক্রম পরিচালন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান। গবেষণা ও প্রশিক্ষণের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বাড়াতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এছাড়া একটি গবেষণা নির্দেশিকাও তৈরি করা হয়েছে।

কৃষি, আবহাওয়া এবং জলবায়ু পরিষেবা: এটি জলবায়ু/আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ এবং পূর্বাভাসকে শক্তিশালী করতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে কৃষি আবহাওয়া-সংক্রান্ত তথ্য ও পরিষেবাসমূহ সরবরাহ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় উপযুক্ত ও যথাযথ আবহাওয়া এবং জলবায়ু-সংক্রান্ত তথ্য এবং পরিষেবা সরবরাহ করে

আসছে। জলবায়ু, ফসল এবং জমির বৈশিষ্ট্যগুলোকে যথাযথ মাত্রায় উপলব্ধি করে দেশের ৬৪টি জেলার শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি কর্মপন্থা তৈরি করা হয়েছে।

জাতীয় ভূমিকম্প আপদকালীন পরিকল্পনা পর্যালোচনা এবং হালনাগাদকরণ: রংপুর সিটি কর্পোরেশন, টাঙ্গাইল, রাঙ্গামাটি এবং সুনামগঞ্জ পৌরসভায় ওয়ার্ড পর্যায়ের আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও ওয়ার্ড পর্যায়ে সকলের জন্য ব্যবহার উপযোগী নির্দেশিকা প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রশিক্ষণ: রংপুর, টাঙ্গাইল, রাঙ্গামাটি, সুনামগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলায় প্রায় ১০০টি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও নেতৃবৃন্দকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

দুর্যোগের প্রভাব মূল্যায়নে DIA টুল: দুর্যোগের প্রভাব হ্রাস করতে DPP তৈরির জন্য ডিআইএ টুল তৈরি করা হয়েছে।

ফায়ার স্টেশন নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ: বিভিন্ন জেলায় ইতোমধ্যে মডেল ফায়ার স্টেশনগুলো নির্মাণ করা হয়েছে।

বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচি: বন্যা ব্যবস্থাপনা কৌশলের উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যমান ঘূর্ণিঝড় ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচির পাইলটিং করা হচ্ছে।

সিপিপির সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসূচি: দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাটসহ মোট ১০টি জেলায় ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এছাড়াও, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারী নেতৃত্ব উন্নয়নের অংশ হিসেবে মোট ১৮,৪০০ নারী স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করা হয়েছে।

নির্দেশিকা প্রণয়ন: মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ও নগর স্বেচ্ছাসেবক ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও ধ্বংসাবশেষ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

দুর্যোগ-সংক্রান্ত প্রায়োগিক শিক্ষার বিস্তার: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে একটি সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে ২০১৭ সাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের IDMVS ইন্টার্নশীপ কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। যা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ব্যবহারিক জ্ঞান ও কৌশল উন্নয়নের সুযোগ তৈরি করছে।

জাতীয় বাস্তুচ্যুতি কৌশলপত্র প্রণয়ন: দুর্যোগ ও জলবায়ুর ফলে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একটি জাতীয় কৌশলপত্র প্রকাশ করা হয়েছে। পাশাপাশি এ বিষয়ে বিভিন্ন সংস্থার কার্যক্রমে সমন্বয় নিশ্চিতকরণে বাস্তুচ্যুতি বিষয়ক ক্লাস্টার চালু করা হয়েছে।

পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন কৌশলপত্র প্রণয়নের ধারণাপত্র প্রস্তুতকরণ: দেশের দুর্যোগ পুনরুদ্ধার এবং পুনর্বাসন কৌশলপত্র প্রণয়নের জন্য একটি ধারণাপত্র তৈরি করা হয়েছে। কৌশলপত্রটি প্রাথমিকভাবে ঘূর্ণিঝড় আম্ফান এবং বন্যা ২০২০-এর প্রভাব বিশ্লেষণ এবং ক্ষয়ক্ষতির ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হবে।

দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তা: দুর্যোগ সহনশীলতা অর্জনে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম (EGPP) তে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস অন্তর্ভুক্ত করে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রম বাস্তবায়নে একটি নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

বেসরকারি সেক্টরে ঝুঁকি অবহিতিমূলক বিনিয়োগ: তৈরি পোশাক শিল্প খাতের জন্য একটি সহনশীল সাপ্লাই চেইন নির্দেশিকা প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

১.৩.২ পূর্ববর্তী পরিকল্পনার শিক্ষণ ও উন্নতির সুযোগ

এনপিডিএম ২০১৬-২০২০ এর অভিজ্ঞতাগুলো পরবর্তী পরিকল্পনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা/অন্তরায় রয়েছে। এই সীমাবদ্ধতা উত্তরণের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন:

(ক) জেন্ডার রেসপন্সিভ নগর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা: নগর দুর্যোগ একটি বিশেষ চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে। এর জন্য একটি সুস্পষ্ট সমন্বয় ব্যবস্থার উন্নয়ন ও নীতিমালা বাস্তবায়ন বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। নারীদের যথাযথ অংশগ্রহণ নিশ্চিতপূর্বক স্বেচ্ছাসেবকদের পরিচালনায় একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোও করা প্রয়োজন।

(খ) স্থানীয় পর্যায়ের কমিটিসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি: এসওডি অনুসারে স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ প্রস্তুতি, দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস তথা সহনশীলতা অর্জনে নতুন ধারণাগুলোর পাশাপাশি আধুনিক ও প্রায়োগিক বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজন।

(গ) দুর্যোগ অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তা: সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা কর্মসূচি উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং নারী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, দরিদ্র এবং বিপদাপন্নদের সহনশীলতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

(ঘ) জেন্ডার ও প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তকরণ: দুর্যোগ পুরুষ, নারী, শিশু, প্রবীণ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভিন্ন ভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে বিধায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় জেন্ডার রেসপন্সিভ ও প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তকরণ প্রয়োজন ।

(ঙ) সুসংহত তথ্য ব্যবস্থাপনা: একাধিক সংস্থার তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহের বর্তমান যে পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে তার সু-সমন্বয় প্রয়োজন। একটি যথাযথ তথ্য ব্যবস্থাপনা সমেত লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে এবং তা বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ ও সম্পদ সমাবেশ করতে হবে।

(চ) জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন (CCA) ও দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস (DRR) পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে সমন্বয়: যেহেতু জলবায়ু সম্পর্কিত সমস্যাগুলো সরাসরি বিপদাপন্নতা এবং দুর্যোগজনিত ঝুঁকিকে প্রভাবিত করে সেহেতু সিসিএ এবং ডিআরআর এজেন্ডার উপাদানগুলোর মধ্যে একটি ক্রমবর্ধমান সংযোগ রয়েছে। ভবিষ্যতে দু'টি পরিকল্পনার (সিসিএ এবং ডিআরআর) মধ্যে সমন্বয়সাধনের পাশাপাশি তাদের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণে আরও বেশি জোর দেওয়া দরকার।

(ছ) পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়া: একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিভিন্ন বিভাগ ও মন্ত্রণালয়-এর কার্য পরিধির সাথে এ পরিকল্পনার কার্যক্রমের সামঞ্জস্য বিধান প্রয়োজন।

(জ) অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা: বহুপাক্ষিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে সুসংহত করা এবং সরকারের বিস্তৃত কর্মপ্রক্রিয়াকে সহজ করার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের নেতৃত্বে প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। দুর্যোগঝুঁকির পরিবর্তনের সাথে সাথে বহু বিভাগ ও অংশীদারভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে নিয়মিত কর্মপরিকল্পনার সাথে অভিযোজিত করা প্রয়োজন।

(ঝ) দুর্যোগ সাড়াদান প্রক্রিয়া পরিচালনা সমন্বয়: আকস্মিক দুর্যোগ সমন্বয় ও ইন্সিডেন্ট কমান্ড সিস্টেমটি সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়ায়, বড় ধরনের দুর্যোগের সময়ে দক্ষ ও সময়োপযোগী দুর্যোগ সাড়াদান প্রক্রিয়া কার্যকর হয় না। সেই সাথে সামরিক ও বেসামরিক সংস্থাগুলোর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিরূপণ ও সমন্বয় করা জরুরি।

(ঞ) ব্যবহার উপযোগী পরিকল্পনা: একটি পরিকল্পনা কার্যকর হওয়ার জন্য, এটি বাস্তবসম্মত, সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত এবং এর বাস্তবায়ন কীভাবে পরিবীক্ষণ করা হবে এবং অধিকতর সমৃদ্ধ করা হবে তা স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

(ট) এনপিডিএম-এর প্রচার: বিভিন্ন অংশীজনের দ্বারা পরিকল্পনার প্রতিনিধিত্বকরণ নিশ্চিত করার জন্যএকটি সক্রিয় যোগাযোগ এবং প্রচারণা কৌশল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

(ঠ) বেসরকারি উন্নয়ন ও ব্যবসায় খাত উক্ত পরিকল্পনার মূল্যবান অংশীদার হতে পারে। বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বড় বাধা হল পৌনঃপুনিক দুর্যোগ যা প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনে বাঁধা প্রদান করে এবং জরুরি সাড়াদান কার্যক্রমে ধাবিত করে।

১.৪ এনপিডিএম ২০২১-২০২৫ এর পরিধি

বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট বৈশ্বিক পরিকল্পনা, চুক্তি এবং অগ্রাধিকারের পরিধি ও সময়রেখা বিবেচনা করে, এনপিডিএমের বর্তমান পর্বটি পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। ২০৩০ সালে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এবং সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন এর মেয়াদ পূর্ণ হবে। সুতরাং, এনপিডিএম ২০২১-২০২৫ পাঁচ বছরের জন্য প্রস্তুত করা হলেও ২০৩০ এর শেষ অবধি এর কিছু লক্ষ্য জাতীয় এবং বৈশ্বিক কতিপয় লক্ষ্য অনুসারে সম্পন্ন হতে পারে।

তদনুসারে, এনপিডিএম ২০২১-২০২৫ এর ৫ বছরের সময়সীমার জন্য তিনটি সময়কাল নির্ধারণ করা হয়েছে: (১) ২০২১ প্রস্তুতির বছর এবং এ সময়ে চলমান প্রকল্পগুলো সম্পন্ন হবে; (২) ২০২২-২৩ নতুন প্রকল্প শুরুর বছর এবং পূর্ববর্তী প্রকল্পের অসমাপ্ত কার্যাদি সম্পন্ন হবে; (৩) ২০২৪-২৫ অবশিষ্ট প্রকল্পগুলোর কাজ সম্পন্ন হবে এবং নতুন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ হাতে নেওয়া হবে। অন্যান্য স্বল্প, মধ্য, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, যেমন: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ ইত্যাদির সাথে সামঞ্জস্য রেখে মূল লক্ষ্যগুলোর কিছু কিছু ২০৩০ সাল পর্যন্ত এসডিজি অনুসারে বাস্তবায়িত হতে থাকবে। এখানে উল্লেখ্য যে প্রতিবছর এনপিডিএম-এর মূল কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন করা হবে এবং প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন করা হবে।

১.৪.১ এনপিডিএম ২০২১-২০২৫ পরিধির বহুমাত্রিকতা

বহুবিধ আপদ

এনপিডিএম ২০১৬-২০২০ সময়সীমার মধ্যে বাংলাদেশ বেশ কয়েকটি প্রাকৃতিক আপদ এবং মানব সৃষ্ট আপদের সম্মুখীন হয়েছে। অন্যদিকে, জলবায়ু পরিবর্তন এবং ক্রমবর্ধমান নগরায়ন ও শিল্পায়নের সাথে সাথে বাংলাদেশ আরও নতুন ও পরিবর্তনশীল ঝুঁকির মুখোমুখি। মহামারী 'কোভিড-১৯' বিশ্বের অন্যান্য অংশের মতো বাংলাদেশের

দুর্যোগ দৃশ্যপটে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। এসকল পুনরাবৃত্তিক, ঘন ঘন দুর্যোগ এবং নতুন বিপদগুলো থেকে সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলোতে অভিযোজিত হতে এনপিডিএম ২০২১-২০২৫ প্রণয়ন একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ।

নগরাঞ্চলে ভূমিকম্পের মতো ভূতাত্ত্বিক দুর্যোগ ছাড়াও অগ্নিকান্ড, ভবনধস, নগর বন্যা, রাসায়নিক বিস্ফোরণ জনিত দুর্যোগ লক্ষ্যণীয়ভাবে বেড়ে চলেছে। জলবায়ু সৃষ্ট আপদ চলমান এবং ভবিষ্যতের উন্নয়নমূলক উদ্যোগের জন্যও ঝুঁকির কারণ হতে পারে। এই আপদের তালিকার মধ্যে আছে বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস, খরা, মহামারী ও অন্যান্য, যেমন: লবণাক্ততা, ভূমিকম্প, নদীভাঙন, ভূমিধস, বজ্রপাত, আর্সেনিক দূষণ, সুনামি এবং স্বাস্থ্যঝুঁকি।

সামগ্রিক বিশ্লেষণে এনপিডিএম ২০২১-২০২৫ এ বহুবিধ আপদসমূহকে চার শ্রেণীতে বিবেচনা করা হয়েছে।

ক) প্রাকৃতিক আপদ; খ) মানবসৃষ্ট আপদ; গ) জৈবিক আপদ এবং ঘ) বাস্তুচ্যুতি-সংক্রান্ত আপদ।

আন্তঃসম্পর্কিত খাতসমূহ

দুর্যোগ ব্যবস্থপনায় বিভিন্ন সেক্টরের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয় অপরিহার্য। এই বিবেচনায়, বর্তমান পরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থাসমূহের দুর্যোগ বিষয়ক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ভৌগোলিক পরিধি

সারাদেশ এবং সকল বিপদাপন্ন মানুষকে আওতাভুক্ত করে এনপিডিএম ২০২১-২০২৫ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এ বর্ণীত দুর্যোগ হটস্পটগুলোর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে প্রস্তুত করা হয়েছে (সারণি ৪)। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং জনগণের সাথে যথাযথ যোগাযোগ এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতার সমন্বয় করে উক্ত অঞ্চলগুলোকে পরিকল্পনার আওতায় আনা হয়েছে। আপদ-সংশ্লিষ্টতার পরিপ্রেক্ষিতে নগর ও গ্রামভিত্তিক দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থপনাকে বিবেচনা করা হয়েছে।

অন্তর্ভুক্তকরণ

জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা, তৃতীয় লিঙ্গ ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে পরিকল্পনায় গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

নীতিগত পরিধি ও চালিকাশক্তিসমূহ

দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলির কাঠামো অনুযায়ী দুর্যোগ চক্রে সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক-এর অগ্রাধিকারগুলোকে যুক্ত করে এনপিডিএম-এর আওতাভুক্ত করা হয়েছে। পরস্পর সম্পর্কিত ক্ষেত্র, যেমন: অভিযোজন, ঝুঁকিহ্রাস এবং রূপান্তরযোগ্য সংবেদনশীল কৌশল ব্যবহার করার সুযোগ রাখা হয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায়

দুর্যোগ সহনশীলতা বাড়ানোর জন্য এসওডি অনুযায়ী দুর্যোগের চারটি আন্তঃসম্পর্কিত পর্যায়কে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে, যেমন: দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস; দুর্যোগের প্রস্তুতি; মানবিক/জরুরি সাড়াদান এবং পুনর্বাসন, পুনর্নির্মাণ ও পুনরুদ্ধার।

১.৫ এনপিডিএম ২০২১-২০২৫ প্রণয়ন প্রক্রিয়া

এনপিডিএম ২০২১-২০২৫ এর বিষয়বস্তু খসড়া করার সময় পরামর্শকটিমকে নির্দেশনা প্রদান করার জন্য ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। পরিকল্পনাটি পর্যালোচনা ও চূড়ান্ত করার জন্য একটি কারিগরি প্যানেলও গঠন করা হয়। জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের একটি পরামর্শকটিম এনআরপি, ইউএনডিপি, ডিডিএম এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনীয় সহায়তা গ্রহণ করে এনপিডিএম ২০২১-২০২৫ এর পর্যালোচনা, পরামর্শ সভা ও বৈধতা গ্রহণের জন্য ভূমিকা রেখেছে।

প্রক্রিয়ার শুরুতে এনপিডিএম প্রণয়ন বিষয়ে জানাতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সংস্থা, এনজিও, উন্নয়ন অংশীদার, একাডেমিয়া, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি খাত এবং অন্যান্যদের সর্বাত্মক অংশগ্রহণে একটি জাতীয় পর্যায়ের কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, এজেন্সি, এনজিও, উন্নয়ন অংশীদার, একাডেমিয়া, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি খাত এবং অন্যান্যদের থিমেটিক পেপারস বিষয়ে মতামত সংগ্রহের জন্য জাতীয় পর্যায়ে বেশ কয়েকটি ভার্চুয়াল পরামর্শমূলক কর্মশালা আয়োজন করা হয়। সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন, নীতিমালা, পরিকল্পনা ও অগ্রাধিকারসমূহ পর্যালোচনা-পূর্বক প্রাসঙ্গিক থিমেটিক পেপারসমূহ তৈরি করা হয় এবং পরামর্শের জন্য অনলাইনে শেয়ার করা হয়। কর্মশালার প্রাসঙ্গিক পরামর্শ বিবেচনায় নিয়ে এনপিডিএম ২০২১-২০২৫ এর রূপরেখা তৈরি করতে থিমেটিক ওয়ার্কিং পেপারস এবং খসড়া প্ল্যান প্রস্তুত করা হয়। পরিশেষে সংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় এনপিডিএম ২০২১-২০২৫ গৃহীত হয়।

অধ্যায় ২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও চালিকাশক্তি

২.১ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হলো সকল সংস্থার মাঝে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন করা। দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে বিশেষত দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস, প্রশমন, প্রস্তুতি, সাড়াদান এবং পুনরুদ্ধার বিষয়ে সকল ধরনের দিকনির্দেশনা প্রদান করার জন্য রয়েছে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, যার প্রধান হলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। যেহেতু দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা একটি বহুখাত ও বহু-কার্যক্রমের সম্মিলিত প্রয়াস, সেহেতু কার্যকরী ও আপদভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সংস্থার ওপর বর্তায়। তবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সচিবালয় হিসেবে সামগ্রিক কাজের সমন্বয়সাধন ও সহায়কের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

বাংলাদেশের দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কার্যাবলীকে নির্দেশনা দেওয়া ও পরিচালনা করার ক্ষেত্রে ১৯৯৭ সালে মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারী করা দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মাইলফলক যা ২০১৯ সালে হালনাগাদ করা হয়। তবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক ও মূল আইনি দলিল হলো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২। এই আইনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং এর সাথে যুক্ত বিভাগ এবং সংস্থার দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে ব্যাখ্যা রয়েছে।

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়সাধন করে। স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট জেলা, সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন কমিটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সমন্বয়সাধন করে। দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস এবং জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনার কার্যকরী পরিকল্পনা ও সমন্বয়সাধনের জন্যে রয়েছে আন্তঃসম্পর্কিত বেশ কয়েকটি সংস্থা যেগুলো জাতীয় ও আঞ্চলিক উভয় পর্যায়ে কাজ করে।

জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মূল সংস্থাসমূহ:

ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল যার দায়িত্ব হচ্ছে দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন, মূল্যায়ন ও এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা;

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে রয়েছে, আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি যার দায়িত্ব হচ্ছে দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা;

গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে রয়েছে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরামর্শ কমিটি;

ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে রয়েছে জাতীয় দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস প্ল্যাটফরম;

ঙ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে রয়েছে ভূমিকম্প প্রস্তুতি এবং সচেতনতা বৃদ্ধি কমিটি;

চ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য পরিচালনা সমন্বয় দল ফোকাল পয়েন্ট-এর মূল দায়িত্বে রয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;

ছ) রাসায়নিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি কমিটি যার নেতৃত্বে রয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব;

জ) দুর্যোগ পূর্বাভাসভিত্তিক সাড়াদান টাস্কফোর্স যার দায়িত্বে রয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিব।

আঞ্চলিক পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মূল কমিটিগুলোর মধ্যে রয়েছে:

ক) বিভাগীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি যার দায়িত্বে রয়েছেন বিভাগীয় কমিশনার;

খ) জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি যার দায়িত্বে রয়েছেন জেলা প্রশাসক;

গ) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভাগুলোতে শহর এবং ওয়ার্ড উভয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে;

ঘ) উপজেলা, ইউনিয়ন এবং ইউপি ওয়ার্ড পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে।

২.২ বিভিন্ন সেক্টরের ভূমিকা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় প্রাথমিকভাবে সেক্টোরাল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা, এনজিও, বেসরকারি খাত, অন্যান্যদের কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে যাতে তারা বিভিন্ন নীতি, পরিকল্পনা এবং কর্মসূচির মূলধারায় দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস এবং ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। সুনির্দিষ্টভাবে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং অন্যান্যের মাধ্যমে নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে:

ক) আবহাওয়া বিষয়ে আগাম সতর্কতা এবং জরুরি বার্তা সংগ্রহ এবং দ্রুত প্রচার করার জন্য বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (BMD)-এর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও সমন্বয় নিশ্চিতকরণসহ বিভিন্ন মিডিয়া, যেমন: রেডিও, টেলিভিশন, ফ্যাক্স, টেলিফোন এবং ই-মেইল যোগাযোগের মাধ্যমে দ্রুত এবং যতটা সম্ভব কার্যকরভাবে প্রচার করে। বৃষ্টিপাতের তীব্রতা, কৃষি পূর্বাভাস এবং অন্যান্য পূর্বাভাসে নতুনত্ব আনয়নের ক্ষেত্রে বিএমডিকে সহযোগিতা করে।

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বন্যা পরিস্থিতির রিয়েল টাইম ডাটা সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের (FFWC) সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে জরুরি পুনর্বাসনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সংগ্রহ করে এবং এর মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি এবং স্বল্পমেয়াদি বন্যার পূর্বাভাসের সকল স্তরে সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিশ্চিতকরণে ডিডিএম এবং বিএমডিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে।

গ) নগর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সামগ্রিক দক্ষতা উন্নয়নের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ফায়ার সার্ভিস এবং সিভিল ডিফেন্সকে সবধরনের প্রাতিষ্ঠানিক, নীতি, প্রযুক্তিগত এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ডিডিএম, বিস্ফোরক অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাগুলোর সাথে সমন্বয়সাধন করে ভূমিকম্প, অগ্নিকান্ড, রাসায়নিক এবং পারমানবিক দুর্যোগ বিষয়ে পর্যায়ক্রমে নগর স্বেচ্ছাসেবীদের (পুরুষ ও নারী) প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

ঘ) চিহ্নিত দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলগুলোতে প্রস্তুতি কর্মসূচির অংশ হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়কে ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগের অংশ হিসেবে প্রাথমিক চিকিৎসা ও জীবন রক্ষা, মৃতদেহ এবং ধ্বংসাবশেষ ব্যবস্থাপনার ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান এবং পাশাপাশি অন্যান্য কাজে সহায়তা করে, যেমন: যেসব স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং হাসপাতাল ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেখানে অস্থায়ী হাসপাতাল নির্মাণে সহায়তা প্রদান ইত্যাদি।

ঙ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়গুলোকে এবং তাদের নির্বাহী এজেন্সিগুলোকে, যেমন: ডিএই, ডিএফ, ডিএলএস এবং ডিওইকে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করে যাতে তারা উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রক্রিয়াটিতে দুর্যোগের প্রভাব মূল্যায়নে অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়।

চ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রযুক্তিগত সহায়তা নিয়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সকল মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কর্মসূচিতে নারী, শিশু, প্রবীণ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ঝুঁকি হ্রাস এবং ঝুঁকি প্রশমন-সংক্রান্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করায় সহযোগিতা করে থাকে।

ছ) স্থানীয় সরকার বিভাগ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বিতভাবে ও সহায়তা নিয়ে নারী, শিশু, প্রবীণ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দুর্যোগঝুঁকির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সমস্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং অবকাঠামো প্রস্তুত করে। দুর্যোগে সাড়াদানের জন্য উপকূলীয় অঞ্চলে হেলিপ্যাড নির্মাণসহ বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল অপদ বিশেষত ভূমিকম্প ঝুঁকি বিবেচনায় সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার সাথে নির্মাণ ডিজাইন/নকশা প্রণয়ন করে।

জ) দুর্যোগ ও জরুরি পরিস্থিতিতে তথ্য মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বিতভাবে ও সহায়তা নিয়ে টেলিভিশন, রেডিও এবং অন্যান্য সম্প্রচার মাধ্যমে দুর্যোগের আগে, দুর্যোগ কালীন এবং পরে দুর্যোগে প্রস্তুতির বার্তা প্রচার এবং বেঁচে থাকার কৌশলগুলোসহ সব রকমের সচেতনতা বৃদ্ধির কৌশল প্রচার করে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের দিকনির্দেশনা অনুসারে গণমাধ্যমের মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড়, ভূমিধস, আকস্মিক বন্যা এবং মৌসুমী বন্যার জন্য সতর্কীকরণ বার্তা প্রচারের ব্যবস্থা করে।

ঝ) তহবিল, প্রযুক্তি ও জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সরকারি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক শিক্ষা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করে আসছে, যেমন: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

ঞ) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাদার ক্যাডার বা কর্মী বাহিনী তৈরিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (NILG), বাংলাদেশ জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (BPATC), পরিকল্পনা একাডেমিসহ অন্যান্য সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পাঠ্যক্রম এবং মডিউল প্রস্তুতকরণ এবং প্রশিক্ষণে সহায়তা প্রদান করেছে। সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ২০২০ সালের গবেষণা নির্দেশিকা প্রস্তুত করেছে।

ট) ভূমিকম্প ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রকল্প উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন, যেমন: ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (NRP), আরবান রেজিলিয়েন্স প্রোজেক্ট (URP), ডিজাস্টার রেসপন্স এক্সারসাইজ অ্যান্ড এক্সচেইঞ্জ (DREE), আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার (UCV) এনজিও প্রকল্পসমূহ ইত্যাদি।

এছাড়াও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় নিম্নলিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে:

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বিকাশের জন্য নিয়মিতভাবে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা (DRRO) ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাদের (PIO) প্রশিক্ষণ প্রদান;
- বন্যা প্রস্তুতি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচি (FPP); দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলীয় জেলাগুলোতে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)-এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ, স্বেচ্ছাসেবক দলে নারী স্বেচ্ছাসেবকের অন্তর্ভুক্তি (কমপক্ষে ৪০%);
- পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন কৌশল ও পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমে দুর্যোগঝুঁকি অন্তর্ভুক্তকরণ;
- বেসরকারি খাত: সাপ্লাই চেইন রেজিলিয়েন্স নিশ্চিতকরণ;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ফিনান্সিয়াল সল্যুশন/ইনস্ট্রুমেন্ট: দুর্যোগ পূর্বাভাস-ভিত্তিক সাড়াদান, আবহাওয়া সূচক-ভিত্তিক বিমা প্রবর্তন;
- প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন: জাতীয় জরুরি পরিস্থিতি পরিচালন কেন্দ্র (NEOC), হিউম্যানিটেরিয়ান স্টেজিং এরিয়া (HSA) এবং জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NDMRTI) প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

২.৩ দুর্যোগ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন খাত বা সেক্টরের নীতি

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা একটি পরস্পর-সম্পর্কিত বহুপাক্ষিক বিষয় যেখানে সরকারের বিভিন্ন খাত সম্পর্কযুক্ত। এই খাতগুলোর বিভিন্ন নীতি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে নানাভাবে সংশ্লিষ্ট। এসকল নীতিগুলোর একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হল।

মন্ত্রণালয়	নীতিমালা	সাল
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯	১৯৯৯
	জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ১৯৯৫	১৯৯৫
	অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০০১	২০০১
	উপকূলীয় অঞ্চল নীতি (কোস্টাল জোন পলিসি) ২০০৫	২০০৫
	বাংলাদেশ পানি আইন-২০১৩	২০১৩
খাদ্য মন্ত্রণালয়	জাতীয় খাদ্য নীতি ২০০৬	২০০৬
	কাজের বিনিময়ে খাদ্য কার্যক্রম	
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	জাতীয় জ্বালানি নীতি ১৯৯৬	১৯৯৬
	জ্বালানি নীতি ২০০৪	২০০৪
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	পানিসরবরাহ ও পয়ঃবর্জ্য কর্তৃপক্ষ আইন ১৯৯৬	১৯৯৬
	জাতীয় পানিসরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতি ১৯৯৮	১৯৯৮
	জাতীয় আর্সেনিক প্রশমন নীতি ২০০৪	২০০৪
	পানিসরবরাহ ও স্যানিটেশন জাতীয় কৌশল ২০১৪	২০১৪
কৃষি মন্ত্রণালয়	জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৩	২০১৩
	নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ১৯৯৬	১৯৯৬
	জাতীয় বীজ নীতি ১৯৯৮	১৯৯৮
শিল্প মন্ত্রণালয়	জাতীয় শিল্প নীতি ২০১৬	২০১৬
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	জাতীয় মৎস্য নীতি ১৯৯৮	১৯৯৮
	জাতীয় প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ নীতি ২০০৭	২০০৭
	জাতীয় পোল্ট্রি সম্প্রসারণ নীতি ২০০৮	২০০৮
	জাতীয় প্রজনন নীতি ২০০৭	২০০৭
	জাতীয় প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ নীতি ২০১৩	২০১৩
	নতুন মৎস্য ব্যবস্থাপনা নীতি ১৯৮৬	১৯৮৬
	প্রাণিসম্পদ নীতি এবং কর্মপরিকল্পনা ২০০৫	২০০৫
ভূমি মন্ত্রণালয়	জাতীয় ভূমি ব্যাবহার নীতি ২০০১	২০০১
	খাস জমি নিষ্পত্তি নীতি ১৯৯৭	১৯৯৭
	অকৃষি খাস জমি নিষ্পত্তি নীতি ১৯৯৫	১৯৯৫
	বালুমহাল ও বালু ব্যবস্থাপনা বিধি ২০১১	২০১১
	চিংড়ি মহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ১৯৯৮	১৯৯৮
	জাল মহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০৯	২০০৯
	লবন মহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ১৯৯২	১৯৯২
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৩	২০১৩
	জাতীয় বন নীতি ২০১৬	২০১৬
	বাংলাদেশ বন প্রধান পরিকল্পনা ১৯৯৪	১৯৯৪
	বাংলাদেশ আবহাওয়া পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা ২০০৯	২০০৯

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১১	২০১১
	বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি ২০১২	২০১২
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১৯	২০১৯
	নগর স্বেচ্ছাসেবক ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০১৯	২০১৯
	দুর্যোগ সহনীয় বাড়ি নির্মাণ নির্দেশিকা	২০১৯
	হাওড় বন্যা ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা	২০১৯
	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা জাতীয় পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০)	২০১৬
	মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০১৬	২০১৬
	জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি ২০১৫	২০১৫
	ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতি-২০১১	২০১১
	মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা নির্দেশিকা	২০১৪
সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ	বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা -২১০০	২০২০

২.৪ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা ও কর্মকাঠামোর সঙ্গে যোগসূত্র

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা ও কর্মকাঠামো, যেমন: প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১, অষ্টম-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসের জন্য সেন্দাই কর্মকাঠামো, জলবায়ু বিষয়ক প্যারিস চুক্তি ইত্যাদির ভিত্তিতে এনপিডিএম প্রণয়ন করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা ও কর্মকাঠামোসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণিত হলো:

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০

জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকির কারণে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকার 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' নামে 'দুর্যোগ হটস্পটভিত্তিক' একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। জাতীয় উন্নয়নে পানি, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পরিবেশ, প্রতিবেশগত ভারসাম্য, কৃষি, ভূমি ব্যবহার এবং অভ্যন্তরীণ পানি ব্যবস্থাপনার সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো এবং দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য বাংলাদেশের বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ একটি অভিযোজনভিত্তিক, সামগ্রিক এবং দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত মহাপরিকল্পনা।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১

প্রেক্ষিত পরিকল্পনার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত লক্ষ্য হলো, বাংলাদেশকে জলবায়ু পরিবর্তন এবং বৈশ্বিক উষ্ণায়নের বিরূপ প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ। এই পরিকল্পনাটিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ থেকে বিপদাপন্ন মানুষদের রক্ষার জন্য শিল্প ও পরিবহন সম্পর্কিত বায়ুদূষণ রোধ এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বর্জ্য নিষ্কাশন নিশ্চিতকরণের জন্য সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশকে পর্যটনের পরিবেশগত দিক থেকে আকর্ষণীয় স্থান করার পাশাপাশি পর্যটন উন্নয়নও এই পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য।

অষ্টম-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

দেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক লক্ষ্য হলো দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধি করে দুর্যোগের প্রভাব ও কার্য ক্ষমতা হ্রাস করা অর্থাৎ, ভূতাত্ত্বিক ও জলবায়ুজনিত আপদ, পরিবেশগত বিপর্যয়, মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ, নতুন আপদ থেকে নগর, জনবসতি ও সম্পদসমূহকে নিরাপদ, দুর্যোগ সহনশীল এবং টেকসই করা। অষ্টম-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে, ২০১২ সালের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইনটির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও বাস্তবায়ন করা হবে। সরকারের সকল পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের বিকেন্দ্রীকরণ ও সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে।

দুর্যোগঝুঁকি কার্যক্রম বাস্তবায়নে জাতীয় পর্যায়ে সম্পদের সংস্থান চিহ্নিত করা হবে। যথাযথ বরাদ্দ নিশ্চিত করার মাধ্যমে স্থানীয় ও জাতীয় প্রক্রিয়াগুলোর মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়নের সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা হবে। দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস ও সহনশীলতার জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতা আরো জোরদার করা হবে।

দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসের জন্য সেন্দাই কর্মকাঠামো

সেন্দাই কর্মকাঠামো বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্পের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই টেকসই উন্নয়নের জন্য এর সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন খুবই জরুরি।

সরকারের গৃহীত দুর্যোগ সহনশীলতা কৌশল সেন্দাই কর্মকাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কাঠামোটির লক্ষ্য আগামী ১৫ বছরের মধ্যে নিম্নলিখিত লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জন করা:

ক) দুর্যোগের ঝুঁকি এবং জীবন, জীবিকা ও স্বাস্থ্যের ক্ষয়ক্ষতি উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা, বিশেষত ব্যক্তি, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, জনগোষ্ঠী ও দেশের আর্থিক, অবকাঠামোগত, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং পরিবেশগত সম্পদের ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা।

খ) দেশের সকল ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতৃত্বের দৃঢ় প্রত্যয় এবং অংশগ্রহণ ও প্রয়োজনীয় অনুকূল পরিবেশ তৈরির মধ্য দিয়ে ফলাফলসমূহ অর্জন করা।

গ) সমন্বিত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক, কাঠামোগত, আইনি, সামাজিক, স্বাস্থ্যগত, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত, পরিবেশগত, প্রযুক্তিগত, রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নতুন ঝুঁকি প্রতিরোধ এবং

বিদ্যমান দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস করা। অন্যদিকে দুর্যোগ সাড়াদান প্রস্তুতি ও পুনরুদ্ধার সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে দুর্যোগ সহনশীলতা দৃঢ় করা।

সেন্দাই কর্মকাঠামোটি চারটি অগ্রাধিকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং যার সাথে অষ্টম-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত লক্ষ্য ও কার্যক্রম সামঞ্জস্যপূর্ণ:

অগ্রাধিকার ১: দুর্যোগঝুঁকি অনুধাবণ ও বোধগম্য করা

অগ্রাধিকার ২: দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সুশাসন নিশ্চিতকরণ

অগ্রাধিকার-৩: দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ

অগ্রাধিকার-৪: দুর্যোগ সাড়াদানে প্রস্তুতি জোরদারকরণ এবং 'আগের চেয়ে ভালো অবস্থায় ফিরিয়ে আনা'র জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG)

আনুষ্ঠানিকভাবে 'আমাদের বিশ্বের রূপান্তর: টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা ২০৩০', হিসেব পরিচিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG), ১৭টি কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা ও ১৬৯ টার্গেটের একটি বৈশ্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা। ২০১৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলনে এসডিজি গৃহীত হয়। ২০৩০ সাল নাগাদ বিশ্বের দেশসমূহ তথা গোটা পৃথিবীকে টেকসই উন্নয়নের মহাসড়কে ধাবিত করার স্বপ্ন নিয়ে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (SDG) গ্রহণ করা হয়। এই লক্ষ্যগুলো একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী নতুন উন্নয়ন এজেন্ডার ভিত্তি যা দারিদ্র্যের অবসান ঘটাতে, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করতে, জীবনকে রূপান্তর করতে এবং বিশ্বকে সুরক্ষিত করার প্রয়াসে গ্রহণ করা হয়।

১৭টি উন্নয়ন অভীষ্ট পরবর্তী উন্নয়ন দশকের জন্য নীতিকাঠামো এবং বিনিয়োগ বরাদ্দ পথনির্দেশ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (SDG) সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (MDG) -এর সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে গঠন করা হয়েছে। এমডিজিগুলো চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নিরসন, মারাত্মক তবে চিকিৎসাযোগ্য রোগ প্রতিরোধ এবং সকলের জন্য শিক্ষার সুযোগগুলো প্রসারের জন্য সর্বজনীনভাবে অনুমোদিত পরিমাপযোগ্য লক্ষ্যগুলো প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

দুর্যোগ সহনশীলতার জন্য দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রম বাস্তবায়ন এসডিজি অর্জনের অন্যতম ভিত্তি। দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসের মাত্রার ওপর প্রতিটি এসডিজির সাফল্য নির্ভরশীল। বৃহত্তর জাতীয় উন্নয়ন এজেন্ডার সাথে সঙ্গতি রেখে এনপিডিএম ২০২১-২০২৫ তে দুর্যোগ-উন্নয়নের যোগসূত্র স্থাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (BCCSAP)

সরকারের ভিশন হলো দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং সকল মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ অর্জন। এটি একটি দরিদ্রবান্ধব জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্জন করা হবে যা অভিযোজন এবং দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসকে অগ্রাধিকার দেবে এবং কম কার্বন নিঃসরণ, প্রশমন (মিটিগেশন), প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং পর্যাপ্ত অর্থের সংস্থান নিশ্চিত

করবে। তদনুসারে সরকার ২০০৯ সালে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (BCCSAP) প্রণয়ন করেছে। লক্ষ্য অর্জনের জন্য ১০ বছরের একটি কর্মসূচিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এই কৌশলপত্রে।

জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক বিবেচনায় রেখে আগামী ২০-২৫ বছরের জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নিম্নলিখিত অগ্রাধিকার গ্রহণ করা হয়েছে:

ক) সমাজের দরিদ্রতম ও ঝুঁকিপূর্ণদের খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্যসুরক্ষা;

খ) বিদ্যমান দুর্যোগ পরিচালন ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করার জন্য সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা;

গ) বিদ্যমান সম্পদ সুরক্ষার জন্য অবকাঠামোর (যেমন: উপকূলীয় এবং নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ) নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ যা উদ্দেশ্য অর্জনের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ;

ঘ) বিভিন্ন খাতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলোর সম্ভাব্য স্কেল এবং সময়কাল সম্পর্কে পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য গবেষণা এবং জ্ঞান ব্যবস্থাপনা;

ঙ) কম কার্বন নিঃসরণের প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রশমন (মিটিগেশন) এবং কার্বন নিঃসরণের মাত্রা কমানো;

চ) মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বাড়াতে সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম।

জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত প্যারিস চুক্তি

প্যারিস চুক্তি জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন (UNFCCC)-এর মধ্যে ২০১৫ সালে সম্পাদিত একটি ভলান্টারি চুক্তি যেখানে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ প্রশমন, অভিযোজন এবং অর্থায়নের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০২১ সালের অক্টোবরের মধ্যে UNFCCC-এর ১৯২ সদস্য এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে, এর মধ্যে ৮৯টি সদস্য রাষ্ট্র চুক্তিটি অনুমোদন করেছে। নবায়নযোগ্য শক্তির ওপর আরও বিনিয়োগের মাধ্যমে একটি টেকসই ভবিষ্যৎ অর্জনে বাংলাদেশ এই চুক্তিটি থেকে লাভবান হতে পারে। এই চুক্তির অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে জলবায়ু-সম্পর্কিত দুর্যোগ মোকাবিলায় সহায়তা করতে ২০২৫ সালের মধ্যে প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন ডলার জোগাড় করা। বাংলাদেশের মতো বিপদাপন্ন দেশগুলোর দুর্যোগ সহনশীলতা ও অভিযোজন সক্ষমতা শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির উপায়সমূহ জাতীয় নীতি এবং কৌশলগুলোতে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল অ্যাকশন প্ল্যান ফর ডিআরআর ২০১৬-২০৩০ - জেন্ডার এবং ডিআরআর কার্যক্রমে হ্যানয় সুপারিশ

জেন্ডার সমতা রক্ষার কৌশল ও কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে সেন্দাই কর্মকাঠামোর চারটি অগ্রাধিকারে জেন্ডার বিষয়ক অসঙ্গতি দূরীকরণের নিমিত্তে হ্যানয় সুপারিশ গৃহীত হয়। এতে জেন্ডার সমতা রক্ষা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি মূল্যায়নের জন্য যথাযথ সূচক নির্ধারণের বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, দুর্যোগ প্রভাব মূল্যায়নে জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা বিভাজিত উপাত্ত (SADDD) সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

এছাড়াও এজেন্ডা ফর হিউম্যানিটি-ওয়ার্ল্ড হিউম্যানিটেরিয়ান সামিট, নিউ আরবান এজেন্ডা-হ্যাবিট্যাট-৩, আদ্দিস আবাবা অ্যাকশন এজেন্ডা অন ডেভেলপমেন্ট ফাইনান্স, ব্যাংকক প্রিন্সিপালস ফর দ্য ইমপ্লিমেন্টেশন অব দ্য হেলথ আসপেক্টস অব দ্য এসএফডিআরআর এবং ন্যানসেন ইনিশিয়েটিভ-এজেন্ডা ফর দ্য প্রোটেকশন অব ক্রস বর্ডার

ডিসপ্লেস পার্সন ইন দ্য কনটেক্সট অব ডিজাস্টার্স অ্যান্ড ক্লাইমেট চেইঞ্জ এসকল আন্তর্জাতিক কর্মকাঠামো ও চুক্তিসমূহ এনপিডিএম প্রণয়নে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

এসডিজি, এসএফডিআরআর এবং জলবায়ু বিষয়ক প্যারিস চুক্তির আন্তঃসংযোগ

দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস এবং দুর্যোগ সহনশীলতা অর্জন বিষয়টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য এবং দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক সেন্দাই কর্মকাঠামো ২০১৫-২০৩০-এর একটি অন্যতম আন্তঃসম্পর্কযুক্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই আন্তঃসম্পর্ক দুর্যোগ সহনশীলতা অর্জনের নজিরবিহীন সুযোগ তৈরি করেছে।

২০৩০ এজেন্ডা বাস্তবায়নের কর্মকাঠামো এবং সেন্দাই কর্মকাঠামো ২০১৫-২০৩০-এর মধ্যকার সম্পর্ক দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসকে উন্নয়নের মূলধারা ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে যুক্ত করার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। টেকসই উন্নয়নের বিভিন্ন লক্ষ্যের সাথে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস এবং সহনশীলতা বৃদ্ধির সম্পর্ক বিদ্যমান, বিশেষতঃ লক্ষ্য ১ (দারিদ্র্য); লক্ষ্য ২ (ক্ষুধা); লক্ষ্য ১১ (টেকসই নগর ও জনগোষ্ঠী); এবং লক্ষ্য ১৩ (জলবায়ু কার্যক্রম)-এর সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত।

বাংলাদেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে প্রতিক্রিয়া ধর্মী ব্যবস্থাপনা থেকে সহনশীলতা (রেজিলিয়েন্স) পর্যায় নিয়ে যাচ্ছে। উন্নয়নের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়াসে প্রথমে রূপকল্প ২০২১ এবং পরবর্তীতে রূপকল্প ২০৪১সহ বাংলাদেশ দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বিষয়াবলি ৭ম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ও ৮ম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করেছে।

উন্নয়নের মূলধারায় অন্তর্ভুক্তকরণের অংশ হিসেবে টেকসই উন্নয়ন এবং জলবায়ু বিষয়ক প্যারিস চুক্তির লক্ষ্যের সাথে মিলিয়ে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে সেন্দাই কর্মকাঠামোর লক্ষ্য অর্জনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব চিহ্নিত করে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেছে।

তবে সাম্প্রতিক কালে জলবায়ু এবং দুর্যোগ ঝুঁকির ধরনে যে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাতে সহজেই অনুমেয় আগামীতে জলবায়ুতে কী মাত্রায় পরিবর্তন আসবে তা ঐতিহাসিক তথ্য এবং অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করে বলার জন্য যথেষ্ট নয়। তাই জলবায়ু পরিবর্তনের অনিশ্চয়তার বিষয়াবলী বিবেচনায় সম্ভাব্য ঝুঁকি চিহ্নিত করতে, ঝুঁকি সহনশীলতা বৃদ্ধির কৌশল নির্ণয় করতে পদ্ধতিগত উন্নয়নের প্রতি আরো গভীর মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রবণতা মোকাবিলায় বাংলাদেশের উদ্যোগ:

- তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতার প্রবণতার ওপর সমন্বিত গবেষণা পরিচালনা এবং গবেষণার ফলাফল চাষ পদ্ধতিতে কাজে লাগানো হচ্ছে;
- ২৫, ৫০, ১০০ বছরের রিটার্ন পিরিয়ড ধরে বন্যা, খরা ও ঘূর্ণিঝড়ের মডেলিং এবং দৃশ্যকল্প তৈরি করা হয়েছে;

- ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ এবং গতিপথের পরিবর্তন নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত তথ্য ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ নীতি তৈরি এবং ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি জোরদারকরণে ব্যবহার করা হচ্ছে;
- বিনিয়োগ সুরক্ষায় ও দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধিতে ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্ত ও জলবায়ু ঝুঁকির গবেষণা-প্রসূত ফলাফল ব্যবহার করে ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে;
- দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধিকল্পে ঝুঁকির মাত্রা বিবেচনায় অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের জন্য ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম বাস্তবায়নে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা ও পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে;
- জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রভাব মোকাবিলায় নদ-নদীসমূহের উভয় তীরে নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও উপকূলীয় এলাকায় জলোচ্ছ্বাস প্রতিরোধকল্পে নির্মিত পোল্ডারসমূহের উচ্চতা বৃদ্ধিসহ পুনঃশক্তিশালী করা হচ্ছে।

অধ্যায় ৩. পরিবর্তনশীল ঝুঁকি পরিবেশ ও ব্যাপকতা

৩.১ পরিবর্তনশীল ঝুঁকি পরিবেশ

বিগত দশকের ধারাবাহিক উন্নয়নের কারণে বিশ্বে বাংলাদেশকে 'উন্নয়নের রোল মডেল' হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। তবে ঝুঁকি অবহিতিমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনার অপর্যাপ্ততা এবং দ্রুত নগরায়ণের ফলে অনেক ঝুঁকিপূর্ণ শহর ও নগরের বিকাশ ঘটছে। ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ ভূমিকম্প সক্রিয় অঞ্চলে অবস্থিত যার ফলে বড়/মাঝারি শহরগুলো ভূমিকম্প ঝুঁকিতে রয়েছে। এছাড়া বিস্তৃত প্লাবনভূমি এবং উপকূল ভাগ নিয়ে গঠিত হওয়ায় দেশটি বন্যা, ঘূর্ণিঝড়/ জলোচ্ছ্বাসসহ অন্যান্য দুর্যোগে প্রতিনিয়ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

নিকট অতীতে কোন বড় ধরনের ভূমিকম্প না ঘটলেও ভৌগোলিক অবস্থান এবং ঐতিহাসিক ঘটনার বিবেচনায়, বাংলাদেশ বড় মাত্রার ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ নগরগুলোতে শক্তিশালী ভূমিকম্পের আঘাত অনেক বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির কারণ হতে পারে যা ব্যাপক বিপর্যয় বয়ে আনতে পারে। বিগত দশকে বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা বেড়েছে, এবং বাংলাদেশ এক বছরের মধ্যেই অনেক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়েছে যা অস্বাভাবিক। ২০২০ সালে বাংলাদেশ কোভিড-১৯ পরিস্থিতির মধ্যে চার দফায় বিধ্বংসী বন্যা এবং ও ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের সম্মুখীন হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্ভাবনা ত্বরান্বিত হচ্ছে এবং দেশের উপকূলীয় অঞ্চল বিশেষভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।

এতদসত্ত্বেও, বাংলাদেশ বর্ধনশীল অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক উন্নয়ন সূচক উন্নতিকরণ এবং সর্বোপরি আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। গত দশ বছরে, সাত শতাংশের বেশি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিসহ, ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের দেশে উপনীত হতে চলেছে। একটি ক্রমবর্ধনশীল নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে, বাংলাদেশ বর্ধনশীল সম্পদভিত্তিক এবং বৈশ্বিক বাজারের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে একটি নতুন উন্নয়নের সিঁড়িতে পদার্পন করেছে। এজন্য, পরিবর্তনশীল ঝুঁকির পরিবেশ, দুর্যোগের তীব্রতা এবং ফলাফলের বিবেচনায় দুর্যোগ সহনশীলতা উন্নয়নে একটি বাস্তবমুখী অবস্থা বজায় রাখা জরুরি।

৩.২ ঝুঁকির পরিবেশ ও পরিধি

প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ

বন্যা: গঙ্গা/পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা এবং মেঘনা এবং তাদের শাখা-প্রশাখা থেকে সৃষ্ট বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপে অবস্থিত হওয়ায় বাংলাদেশে বন্যা একটি সাধারণ ঘটনা। বাংলাদেশে তিন ধরনের বন্যা, যেমন: নদীঘটিত বন্যা (উত্তর ও মধ্যাঞ্চল), আকস্মিক বন্যা (উত্তর-পূর্বাঞ্চল) এবং উপকূলীয় অঞ্চলে জলোচ্ছ্বাসঘটিত বন্যা পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ নদীঘটিত বন্যা দেশে ২০ শতাংশ এলাকা এবং ক্ষেত্রবিশেষে ৬৮ শতাংশ পর্যন্ত এলাকায় প্রভাব ফেলতে পারে। দেশজুড়ে প্রায় ১৪,৮৯২,৫২৪ জন পুরুষ এবং ১৫,০৭২,১০৯ জন নারী ২৫ বছর পুনরাবৃত্তিকালের বন্যার (১.৮ থেকে ৩.৬ মিটার উচ্চতায়) ঝুঁকিতে রয়েছে। ২৫ বছরের পুনরাবৃত্তিকালের বন্যায় প্রায় ৬৫৬,৯৮৪টি পাকা, ১২,৫১৩,৩১৭টি সেমি-পাকা এবং ৪,৪৮১,২১৫টি কাঁচা ঘরবাড়ি ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। এ অবস্থায়, ১০৩০ বর্গ কি.মি. আমন ধানের জমি তলিয়ে যেতে পারে। এছাড়া, ২৬০টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ১৫০০টি জনকল্যাণকেন্দ্র, ৬০০০টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৩০২৫টি মাদ্রাসা, ২৪,০০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১০,০০০টি পুলিশ স্টেশন, ৩১৭টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, ২৩৪৩ কি.মি জাতীয় মহাসড়ক, ৭৩৬৬ কি.মি. স্থানীয় সংযোগ সড়ক, ৩৩৩৬১ ব্রিজ, ১৯৬৮ কি.মি. রেললাইন, ১৭টি বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র বন্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে (DDM, ২০১৬)।

ঘূর্ণিঝড়: বাংলাদেশের জন্য ঘূর্ণিঝড় একটি বিধ্বংসী দুর্যোগ। ভারত মহাসাগর সংলগ্ন বঙ্গোপসাগর থেকে বিশ্বের ১০ শতাংশ ঘূর্ণিঝড়ের উৎপত্তি হয়। কিন্তু ঘূর্ণিঝড় সৃষ্ট বৈশ্বিক ক্ষয়ক্ষতির ৮৫ শতাংশই ঘটে এই অঞ্চলে (Choudhury, 2002)। ভারত মহাসাগরের হটস্পট নিকোবর এবং আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের নিকট থেকে সৃষ্ট নিম্নচাপ প্রায়শ বিভিন্ন মাত্রার ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয় এবং বাংলাদেশে এপ্রিল-মে এবং অক্টোবর-নভেম্বরে আঘাত হানে। ২৫ বছরের পুনরাবৃত্তিকালের ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় ৫,৪১৪,২৯২ জন পুরুষ এবং ৫,৫৫৫,৫৬৩ জন নারী, ২৩৩,৫০৪টি পাকা, ৩৭০৭৭৯টি সেমিপাকা এবং ১,৭১২,৪৭৯টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ৯২২৯ কি.মি. আমন ধানের জমি, ৯১টি খাদ্য গুদাম, ২৮টি মিল, ৭১টি হাসপাতাল, ৩৩৭টি জনকল্যাণ কেন্দ্র, ১২৭৩টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৫০৩টি মাদ্রাসা, ৪১১৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৬২০টি পুলিশ স্টেশন, ২৭২২টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, ৩৬৯ কি.মি. জাতীয় মহাসড়ক, ১৬৬৫ কি.মি. স্থানীয় সংযোগ সড়ক, ২০৬১টি ব্রিজ, ১১৭ কি.মি. রেললাইন ৩ মিটার উচ্চতার জলোচ্ছ্বাসের ঝুঁকিতে রয়েছে (DDM, ২০১৬)।

ভূমিধস: সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ভূমিধস একটি বড় সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ১৯৯৭ সাল থেকে এ অঞ্চলগুলো মাঝারি থেকে বড় ভূমিধসের সম্মুখীন হয়েছে, যার ফলে ১০০০ এর বেশি মানুষের মৃত্যু এবং সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। পাহাড়ি অঞ্চলগুলো মূলত ভূমিকম্প এবং বৃষ্টিপাত প্রভাবিত ভূমিধসের ঝুঁকিতে রয়েছে যার মধ্যে পার্বত্য জেলাসমূহ- বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি এবং কক্সবাজার বৃষ্টিপাত ঘটিত ভূমিধসের কারণে সর্বোচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে। বিশৃঙ্খল, অপরিকল্পিত উন্নয়ন এবং পাহাড় কাটার কারণে চট্রগ্রাম শহর বারবার ভূমিধসের সম্মুখীন হচ্ছে। বৃষ্টিপাত প্রভাবিত ভূমিধসের কারণে প্রায় ৫৯,২০৯ জন পুরুষ, ৫৮,৫৩২ জন নারী, ৪৪৩৫টি পাকা, ৬৩৭৬টি সেমি-পাকা এবং ৯১৯৬টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ৩৫টি খাদ্য গুদাম, ২৮টি হাসপাতাল, ৫০টি পরিবার কল্যাণকেন্দ্র, ২১টি উচ্চ বিদ্যালয়, ২২টি মাদ্রাসা, ১৩৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫১টি পুলিশ স্টেশন, ২০৬টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, ১৮ কি.মি জাতীয় মহাসড়ক, এবং প্রায় ২৩০০টি ব্রিজ/কালভার্ট ঝুঁকিতে রয়েছে (DDM, ২০১৬)।

ভূমিকম্প: বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম ভূমিকম্প সক্রিয় ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে অবস্থিত এবং বড় মাত্রার ভূমিকম্পের সম্মুখীন হয়েছে। ১৫০ বছরের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ এবং এর আশপাশের অঞ্চলগুলোতে ৮.০ মাত্রা পর্যন্ত ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। বিগত বছরগুলোতে, বাংলাদেশ এবং এর আশপাশের অঞ্চলগুলোতে, মৃদু থেকে মাঝারি মানের ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ১৯৯৭ সালের মে মাসের ৮ তারিখ সিলেটের ৫.৬ মাত্রার ভূমিকম্প, ২১শে নভেম্বর ১৯৯৭ তারিখ বান্দরবানের ৬.০ মাত্রার ভূমিকম্প, ২২শে জুলাই, ১৯৯৯ সালে মহেশখালীর ৫.১ মাত্রার ভূমিকম্প এবং ২৭শে জুলাই, ২০০৩ তারিখ বরকল (রাঙামাটি)'র ৫.৫ মাত্রার ভূমিকম্প পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেওয়ার কথা মনে করিয়ে দেয় (Choudhury, ২০০৫)। বাংলাদেশের অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে ৫০ বছর পুনরাবৃত্তি কালে, প্রায় ৩০,৯০৯,৮৩৭ জন নারী এবং ৩০,৩৪১,১১৬ জন পুরুষ ভূমিকম্প ঝুঁকিতে রয়েছে। এ সময়, ১,১০৯,২৬২টি পাকা, ২,১২৪,৫৪৫টি সেমিপাকা, ৪০২টি খাদ্য গুদাম, ১৪টি গ্যাস ফিল্ড, ১৯৫টি হাসপাতাল, ১০০৮টি কল্যাণকেন্দ্র, ২৮৮৬টি উচ্চ বিদ্যালয়, ১৮৯৯টি মাদ্রাসা, ১৫১৯২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৬৮১৯টি পুলিশ স্টেশন, ১৫৮২ কি.মি. জাতীয় মহাসড়ক, ৭৩৬০ কি.মি. স্থানীয় সংযোগ সড়ক, ২০,০০০টি ব্রিজ, ১৫০০ কি. মি. রেললাইন ভূমিকম্পের ফলে ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে (DDM, ২০১৬)।

বজ্রপাত: অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে, বজ্রপাত একটি দুর্যোগে পরিণত হয়েছে। বজ্রপাতের জন্য সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি বিবেচনা করে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ মন্ত্রণালয় ২০১৬ সালে একে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে ঘোষণা করে। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় (লেখচিত্র-২) যে, বজ্রপাতের কারণে ২০১১ সাল থেকে ২০২০ পর্যন্ত বজ্রপাতে ২২০৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। ২০১৮ সালে সর্বোচ্চ ৩৫৯ জন মারা যায় (MODMR, ২০২০)।

বজ্রপাতে মৃত্যু (২০১১-২০২১)

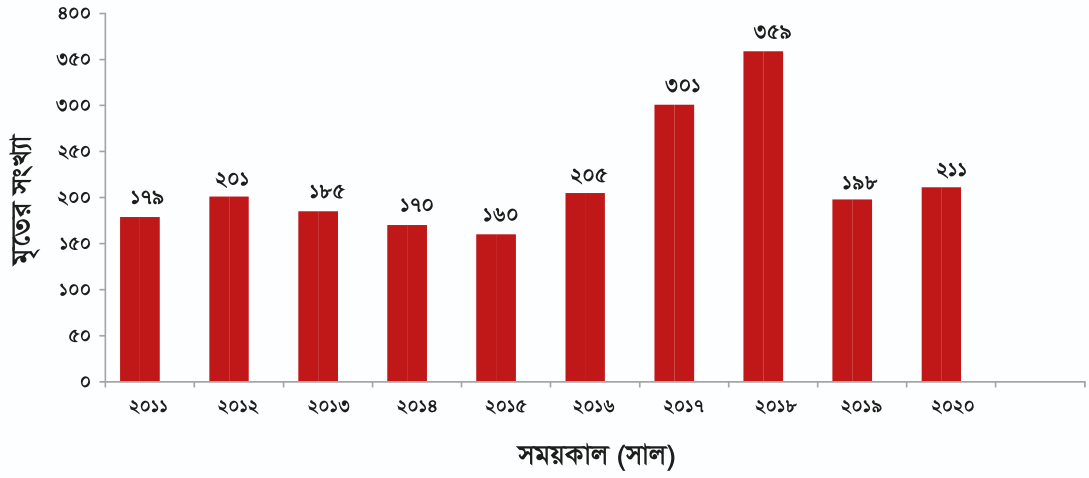

খরা: ঐতিহাসিকভাবে কৃষি খরা বাংলাদেশের একটি নিয়মিত ঘটনা। বাংলাদেশ ১৯৬৩, ১৯৬৬, ১৯৬৮, ১৯৭৩, ১৯৭৭, ১৯৭৯, ১৯৮২, ১৯৮৯, ১৯৯২ এবং ১৯৯৪-১৯৯৫, ১৯৯৯ এবং ২০০৬ সালে খরার সম্মুখীন হয়েছে। ১৯৭৮-১৯৭৯ সালের খরা ফসলের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে এবং মারাত্মক ফলাফল বয়ে আনে (ধান উৎপাদন প্রায় ২ মিলিয়ন টন কমে গিয়েছিল) এবং ৪২% আবাদযোগ্য জমি ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। গবেষণা থেকে দেখা যায় যে প্রাক-মৌসুমী/প্রাক-খরিফ সময়ে ৫০ বছর পুনরাবৃত্তি কালে বাংলাদেশের সব জায়গা প্রবল খরার সম্মুখীন হতে পারে এবং খরিফ মৌসুমে উপকূল অঞ্চল ছাড়া সম্পূর্ণ বাংলাদেশে প্রকট খরার সম্ভাবনা রয়েছে (DDM, ২০১৬)।

এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা ও তীব্রতা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিগত দশকে, জলবায়ুর এই পরিবর্তনের প্রভাব ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে এবং বাংলাদেশ বছরে গড়ে ১টি ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ের সম্মুখীন হয়েছে। এই সময়ে, ১০টি ঘূর্ণিঝড় উপকূলে আঘাত হেনেছে যার ফলে ৪০০ এর বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে; ব্যাপক সংখ্যক ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছে, লক্ষ মানুষ ঘরবাড়ি ছাড়া হয়েছে, অনেক শস্য নষ্ট হয়েছে (Choudhury, 2018)। ২০০৯-২০১৫ সালে বিভিন্ন ক্রান্তীয় দুর্যোগ – ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, উপকূলীয় ভাঙন এবং লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ যথাক্রমে ২৮,৩৮৫, ১২,৬৭৬, ৩৬,৪০৯, ৬,০৭৩ মিলিয়ন টাকার ক্ষয়ক্ষতি করেছে (বিবিএস, ২০১৫)। জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম নেতিবাচক প্রভাব, যেমন: লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ উপকূল অঞ্চলে খাদ্য উৎপাদন, বিশুদ্ধ পানির উৎস, জীবিকা/উপার্জন, গবাদি পশু-পাখি পালন ইত্যাদির ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সংঘটিত দুর্যোগসমূহ বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতিকে ত্বরান্বিত করছে। অতি সম্প্রতি, সুপার ঘূর্ণিঝড় আম্পান (ক্যাটাগরি - ৫ হ্যারিকেন) ২০২০ সালের ২০ই মে উপকূলে আঘাত হানে । উচ্চ গতিবেগ সম্পন্ন বাতাস ও মাঝারি আকারের জলোচ্ছ্বাসের ফলে উপকূলীয় এলাকায় ব্যাপক ক্ষতি হয়।

মানবসৃষ্ট ঝুঁকিসমূহ

বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে শীঘ্রই মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হচ্ছে। দেশের শিল্পক্ষেত্র বিকশিত হচ্ছে যা দেশের জিডিপিতে অবদান রাখছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে শিল্পক্ষেত্রের দুর্ঘটনা দুর্যোগ প্রস্তুতির বিষয়ে ভাবিয়ে তুলেছে। অ-সুরক্ষিত বিপদজনক রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের কারণে বাংলাদেশের চামড়াশিল্প, রাসায়নিক শিল্প, জাহাজ ভাঙা শিল্প, এবং কৃষিক্ষেত্রে শ্রমিক প্রাণহানির ঘটনা অব্যাহতভাবে ঘটছে। ২০১৯ সালে ঢাকায় চকবাজার এলাকায় সংঘটিত রাসায়নিক বিস্ফোরণে কমপক্ষে ৭০ জন মানুষের মৃত্যু হয়। নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় রঞ্জক কারখানায় রসায়নিক গুদামে সংঘটিত বিস্ফোরণ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ায় চারতলা বিশিষ্ট ফ্যাক্টরি এবং আশেপাশের বেশিরভাগ ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বন্দর নগরী চট্রগ্রামের একটি সার কারখানায় লিক হয়ে গ্যাস ছড়িয়ে পড়ায় একশরও বেশি মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। শতাধিক বাসিন্দাকে ঘরবাড়ি থেকে সরিয়ে নিতে হয়। অপরিকল্পিত নগরায়ণ এবং ভবন নির্মাণ বিধি যথাযথভাবে পলিত না হওয়ায় ভবনধসের ঘটনা ঘটছে। ফায়ার সার্ভিস এবং সিভিল ডিফেন্সের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯ সালে দেশজুড়ে ৬৬টি ভবনধসের ঘটনায় কমপক্ষে ২৬ জন মানুষ মারা যায়।

জৈবিক আপদ: উচ্চ জনসংখ্যা ঘনত্ব, অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সেবার জন্য বাংলাদেশ জৈবিক দুর্যোগের উচ্চ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। বাংলাদেশ বিগত ৫০ বছরে ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু, নিপাহ ও জিকা ভাইরাস, এইচআইভি/এইডস এবং কোভিড-১৯সহ কমপক্ষে ১৮টি জীবাণুঘটিত রোগের সম্মুখীন হয়েছে। আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণাকেন্দ্র, বাংলাদেশ-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০০৪ সালে নিপাহ ভাইরাসে ১৫৭ জনের সংক্রমিত হবার তথ্য পাওয়া যায়। ২০০৭ সালে বার্ড ফ্লু-তে সাতজন মানুষ সংক্রমিত হওয়াসহ একজন মানুষের মৃত্যু ঘটে। বাংলাদেশে ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চিকুনগুনিয়া ভাইরাস সংক্রমনের প্রকোপ দেখা দেয় এবং দুই মিলিয়নের ও বেশি মানুষ এই ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকিতে ছিল। অতি সম্প্রতি সারাবিশ্বের মতো বাংলাদেশেও জৈবিক দুর্যোগ কোভিড-১৯ ছড়িয়ে পড়ে। ডিসেম্বর ৩০, ২০২০ পর্যন্ত ৫ লাখ ১১ হাজার ২৬১ জন কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয় এবং ৭ হাজার ৫০৯ জন মারা যায়।

বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ এবং দুর্যোগঝুঁকি পরিবেশ: সাম্প্রতিক সময়ে জৈব আপদজনিত মহামারী কোভিড-১৯ বিশ্ববাসী তথা বাংলাদেশের মানুষের জন্য একটি নতুন অভিজ্ঞতা। কোভিডকালীন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা বাংলাদেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়। ঘূর্ণিঝড় আম্পান (মে, ২০২০) উপকূলীয় অঞ্চলে আঘাত হানার পূর্বে প্রায় ২.৪ মিলিয়ন মানুষকে উপকূলীয় অঞ্চলের বিভিন্ন ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। কোভিড-১৯ মহামারী কালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এটি একটি সফল পদক্ষেপ। সাধারণত বহুমুখী ব্যবহারের উদ্দেশ্য তৈরি ৪১০০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র মানুষের নিরাপদ স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কোভিড-১৯ মহামারীর কথা বিবেচনা করে এবং নিরাপদ সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড় আম্পানের সময় প্রায় ১৪ হাজার ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত করা হয়েছিল। হাত ধোয়ার সুব্যবস্থা এবং জীবাণুনাশকরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছিল। স্বাস্থ্য বিভাগ এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় নিরাপদ অপসারণ এবং রোগ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে আশ্রয়কেন্দ্র প্রবেশের পূর্বে বাস্তুচ্যুতদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছিল। এর ফলে, মানুষ নিরাপদ সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সংক্রমণ প্রতিরোধের পাশাপাশি ঘূর্ণিঝড় আম্পানের ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়। এছাড়া ২০২০ সালে জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশ পরপর পাঁচবার মৌসুমি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মানুষের দুর্ভোগ প্রশমনের লক্ষ্যে বিভিন্ন সুরক্ষা কৌশল গ্রহণ এবং সংক্রমণ প্রতিরোধের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

বাস্তুচ্যুতি সম্পর্কিত ঝুঁকি: জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি একটি বড় সমস্যায় পরিণত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, নদীভাঙন, ভূমিধস, এবং লবনাক্ততা ইত্যাদির কারণে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতির প্রবণতা বেড়েছে। নদীভাঙন অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতির পেছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে এবং অধিকাংশ মানুষ নদীগর্ভে তাদের ঘরবাড়ি হারানোর পর শহরমুখী হতে বাধ্য হয়।

অধ্যায় ৪. জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

দুর্যোগ সহনশীলতা বাংলাদেশ বিনির্মাণে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫ এর মূল প্রতিপাদ্য হল 'সকল আপদের বিপরীতে দুর্যোগ সহনশীলতা অর্জন' (Winning resilience against all odds).

৪.১ লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫ এর মেয়াদকালে নিম্নলিখিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের প্রয়াস নেওয়া হবে:

ক) প্রাণহানি ও নিখোঁজ মানুষের সংখ্যা প্রতি লাখে ০.২০৪৫ জনে কমিয়ে আনা;

খ) দুর্যোগকবলিত মানুষের সংখ্যা প্রতিলাখে ২০০০ এ নামিয়ে আনা;

গ) ক্ষতিগ্রস্ত আবাদি জমির পরিমাণ ১০০,০০০ একর পর্যন্ত কমিয়ে আনা;

ঘ) ক্ষতিগ্রস্ত খানা সংখ্যা ২৫০০,০০০ পর্যন্ত কমিয়ে আনা;

ঙ) জিডিপির অনুপাতে দুর্যোগের ফলে সরাসরি অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি ০.৭% এর মধ্যে সীমিত রাখা;

চ) উপকূলীয় অঞ্চলে বর্তমানের অতিরিক্ত ১০০০ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ;

ছ) জলোচ্ছ্বাস প্রতিরোধকল্পে পোল্ডার/বাঁধ নির্মাণ এবং যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

জ) বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নদীভাঙন রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঝ) নগর এবং উপকূল অঞ্চলে বর্তমানের অতিরিক্ত ১০০,০০০ স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করা;

ঞ) দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলগুলোর জন্য দুর্যোগ সহনীয়বাসগৃহ নির্মাণ নকশা প্রণয়ন ও তদনুযায়ী গৃহহীনদের জন্য ৪৫০,০০০ বাসগৃহ প্রদান;

ট) খাদ্যশস্য মজুদের জন্য ৫০০,০০০ বাড়িতে পারিবারিক সাইলো স্থাপন;

ঠ) ঝুঁকিপূর্ণ ওয়ার্ডগুলোতে স্বেচ্ছাসেবকদের সুরক্ষা ও উদ্ধার সরঞ্জাম প্রদান;

ড) এসওডি অনুযায়ী ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম বাস্তবায়নে ১৫টি নতুন গাইডলাইন তৈরি।

৪.২ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫-এর মূল ক্ষেত্রসমূহ

বাংলাদেশ সেন্দাই কর্মকাঠামোর লক্ষ্য অর্জনে বদ্ধপরিকর। আগামী বছরগুলোতে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫ সেন্দাই কর্মকাঠামোর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে নিম্নলিখিত বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে:

ক) দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়নের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় ও এর যথাযথ প্রসার;

খ) দুর্যোগ সহনশীল সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ অর্জন এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের জন্য দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসকে একটি সংস্কৃতিতে পরিণত করা;

গ) ঝুঁকি সংবেদনশীল বিনিয়োগে বেসরকারি খাতগুলোকে উৎসাহিত করা;

ঘ) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫-কে জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নেতৃত্ব তৈরি করা।

উল্লিখিত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় পর্যায়ের পর্যাপ্ত দক্ষতা বৃদ্ধি, বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান ও তথ্য; এবং ব্যবহারিক সরঞ্জামের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সকলের অংশগ্রহণ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। নারী, শিশু, যুবক, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, জাতিগত সংখ্যালঘুসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং বেসরকারি খাতের গুরুত্বপূর্ণ অবদান সর্বান্তকরণে গ্রহণ একান্ত বাঞ্ছনীয়।

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫ এর বাস্তবায়ন নির্দেশিকা নিম্নরূপ:

ক) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক সেন্দাই কর্মকাঠামো এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে জাতীয় পর্যায়ে নির্দেশিকা ও বাস্তবায়ন কৌশল প্রণয়ন;

খ) জাতীয় দুর্যোগ প্রেক্ষিত এবং প্রাতিষ্ঠনিক কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরবর্তী পাঁচ বছরে বাস্তবায়নের জন্য ৫০টি কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে যার সময়সীমা ২০৩০ সাল পর্যন্ত বর্ধিত হতে পারে।

৪.৩ কৌশল হিসেবে অন্তর্ভুক্তি

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫ এর সকল কর্মপরিকল্পনাতে জেন্ডার ও সামাজিক বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্তিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫ এর কর্মপরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের সময় নিম্নলিখিত বিষয়াবলি বিবেচনায় নিতে হবে:

- দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত জাতীয় নীতিমালা, সামঞ্জস্যপূর্ণ আইন, বাজেটে জেন্ডার ও প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তির বিষয় নিশ্চিত করতে হবে;
- দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলির আলোকে দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন ও সক্রিয়করণ এবং নারী সংগঠন থেকে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ; এবং সাথে জাতীয়, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে জেন্ডার দৃষ্টিকোণ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কৌশল প্রণয়ন;

- জেন্ডার, বয়স ও প্রতিবন্ধিতা বিভাজিত উপাত্ত সংগ্রহের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ তথ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নে নিয়োজিত বিভিন্ন পর্যায়ের দুর্যোগ ফোকাল পয়েন্টদের দক্ষতা বৃদ্ধি।

৪.৩.১ জেন্ডার, প্রতিবন্ধিতা এবং দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

যদিও দুর্যোগের ফলে সকল স্তরের মানুষের জীবন হুমকিতে পড়ে তবে সামগ্রিকভাবে নারী, শিশু, প্রবীণ, চলাচলে অক্ষম এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ওপরে এর প্রভাব ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়।

শারীরিক সক্ষমতার বিবেচনায় নারীকে দুর্যোগে বিপদাপন্ন হিসেবে গণ্য করা হয় এবং দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে তাদের অংশগ্রহণ সীমিত করা হয়। যদিও দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারীর অংশগ্রহণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নারীর সক্ষমতাকে কাজে লাগাতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সকল স্তরে তাঁর নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ তৈরি করা জরুরি।

অন্যদিকে, শুধু শারীরিক সক্ষমতার বিবেচনায় নয়, অনুন্নত আর্থ-সামাজিক অবস্থার (যেমন: অতি দারিদ্র্য) কারণে দুর্যোগের সময় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকে। দুর্যোগের ঝুঁকি, সাড়াদান এবং পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টার অপ্রতুল পরিকল্পনার জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দুর্ভোগ আরো বেড়ে যায়।

উল্লিখিত কারণে এই পরিকল্পনায় সিডও'র সাধারণ পরামর্শসমূহ[২] এবং সেন্দাই কর্মকাঠামোর আলোকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ে নারী, শিশু, প্রবীণ, চলাচলে অক্ষম এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

৪.৩.২ দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য টুইন-ট্র্যাক কৌশল

দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সক্ষমতা উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের দিকসমূহ বিবেচনায় নিয়ে নারী (সারণি -১) ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের (সারণি-২) জন্য টুইন-ট্র্যাক কৌশল প্রস্তাব করা হলো:

সারণি-১. দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নারীদের জন্য টুইন-ট্র্যাক কৌশল

মূলধারায় নারীর অন্তর্ভুক্তকরণ	নারীর ক্ষমতায়ন
দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় পুরুষের সমানুপাতে নারী রিসোর্স পার্সন ও স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ	দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার অসমতা কমানো এবং নারীর আত্মবিশ্বাস বাড়ানো
দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের জেন্ডার সংকট (বয়স, জাতিগোষ্ঠী এবং বিপদাপন্নতার ভিত্তিতে) সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি	দুর্যোগে জেন্ডার সম্পর্কিত সংকট মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নারী ও বালিকাদের সহায়তা প্রদান
দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে জেন্ডার সহিংসতা দমনে উদ্বুদ্ধকরণ	সকল নারী ও বালিকাদের ক্ষমতায়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধি

[2] Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) General Recommendation No. 37 on Gender-related dimensions of disaster risk reduction in the context of climate change.

নারী ও বালিকাদের প্রয়োজন মোতাবেক সহায়তা প্রদানে সাড়াদানকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ প্রদান	নারী ও বালিকাদের উদ্বুদ্ধকরণ ও সহায়তা প্রদান
দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় গর্ভবতী এবং প্রবীণ নারীদের উদ্ধার ও স্থানান্তরের জন্য কার্যকরী সরঞ্জাম প্রদান	প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গর্ভবতী এবং প্রবীণ নারীদের সাহায্য প্রদান
দায়বদ্ধ এবং জেন্ডার রেসপন্সিভ বিচার ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং শক্তিশালীকরণ	জেন্ডার রেসপন্সিভ বিচার উদ্বুদ্ধকরণ ও নিশ্চিতকরণ
জেন্ডার অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগ চাহিদা নিরূপণ	টেকসই পুনরুদ্ধার ও সহনশীলতার জন্য অংশগ্রহণমূলক দুর্যোগঝুঁকি প্রশমন ব্যবস্থাপনার প্রসার
জেন্ডার, বয়স ও প্রতিবন্ধিতা বিভাজিত উপাত্তের পর্যাপ্ততা নিশ্চিতকরণ	দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নারী ও বালিকাদের দক্ষতা ও নেতৃত্ব উন্নয়ন

সারণি-২. দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য টুইন-ট্র্যাক কৌশল

প্রতিবন্ধিতা ইস্যুটি মূলধারায় অন্তর্ভুক্তকরণ	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন
দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় জড়িতদের মাঝে প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি	দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দক্ষতা বৃদ্ধি
প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যথাযথভাবে সাহায্য করার জন্য সাড়াদানকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সদস্যপদ অনুমোদন
প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কার্যকরী উদ্ধার এবং পুনর্বাসন সরঞ্জাম ও সুবিধা প্রদান	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সহায়তা প্রদান
দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা আইন, নীতি, আদেশ এবং নির্দেশিকাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা	সরকারের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিকট সহজলভ্য সুবিধাগুলো ও অর্জনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য প্রদান
জেন্ডার, বয়স ও প্রতিবন্ধিতা বিভাজিত তথ্য ও পরিসংখ্যানের পর্যাপ্ততা	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতার উন্নতিসাধন

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ যেখানে সেন্দাই কর্মকাঠামোর আলোকে দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং প্রশমনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ২০১৫ সালে প্রথমবারের মত প্রতিবন্ধিতা এবং দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ওপর আন্তর্জাতিক সম্মেলন অয়োজন করে এবং যার সিদ্ধান্ত সারমর্ম 'ঢাকা ঘোষণা' হিসেবে পরিচিত। মেক্সিকোতে পঞ্চম GPDRR-এর চেয়ার'স সামারির ৫৯ নং আর্টিকেলে ঢাকা ঘোষণার উল্লেখ রয়েছে এবং এটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সেন্দাই কর্মকাঠামোর পরিবীক্ষণ এবং অগ্রগতি প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্তির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

২০১৮ সালে বাংলাদেশ দ্বিতীয়বারের মত প্রতিবন্ধিতা এবং দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ওপর আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন করে। সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত ঢাকা ঘোষণা ১৫+ হিসেবে গৃহীত হয়।

৪.৩.৩ ঢাকা ঘোষণা ১৫+ এর গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্ষেত্র

১. স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক পর্যায়ের দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় প্রতিবন্ধী/দুস্থ নারী, পুরুষ, ছেলে, মেয়ে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংস্থাগুলোর যথার্থ অন্তর্ভুক্তকরণ এবং নেতৃত্ব নিশ্চিতকরণ।

২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমন এবং প্রতিরোধ করার জন্য সেন্দাই কর্মকাঠামোর অন্তর্ভুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। একই সাথে কাজ করার লক্ষ্যে সকল পর্যায়ের সরকারি, উন্নয়ন সহযোগী, ইউএন এজেন্সি, এনজিও, জনসংগঠন ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংস্থাসমূহ; প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, পেশাজীবী, দায়িত্ববান নাগরিকগণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি খাত এবং অন্যান্য মূল অংশীজনের মাঝে সমন্বয়, যোগাযোগ ও সুষ্ঠু পরিচালনা ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে।

৩. দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ে জেন্ডার, বয়স এবং প্রতিবন্ধিতার বিভাজিত তথ্য সংগ্রহের জন্য সরকার এবং অন্যান্য অংশীজনের কার্যকর কৌশল এবং নির্দেশিকা প্রকাশ নিশ্চিতকরণ।

৪. সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য দুর্যোগ প্রস্তুতি কার্যক্রম এবং সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমগুলো সম্পর্কে এবং স্থানীয়, জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে আগাম পূর্বাভাস ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রচার, ক্ষমতা এবং সুরক্ষা বজায় রাখার জন্য একত্রিত সম্প্রদায়ভিত্তিক দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদক্ষেপ, ঝুঁকি পর্যালোচনা এবং তথ্য সংগ্রহ গ্রহণের পক্ষে সম্মতি প্রদান।

৫. মানবিক সহায়তা প্রদান, সাড়াদান এবং দুর্যোগঝুঁকি প্রশমনে স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ের সকল ধরনের বাধা-বিপত্তি (সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শারীরিক, যোগাযোগ এবং ব্যবহারিক) দূরীকরণ, বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততা, আগের চেয়ে ভালো অবস্থায় ফিরিয়ে আনা পদক্ষেপ দ্বারা পরিচালিত এবং সহনশীল সর্বজনীন ডিজাইন, যোগাযোগ ও প্রযুক্তিভিত্তিক সরঞ্জাম, ডিভাইস এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এবং সহায়তা প্রদানকারী মানুষদের আত্মনির্ভরশীলতা শক্তিশালীকরণ।

৬. ঢাকা ঘোষণা ১৫ এবং ঢাকা ঘোষণা ১৫+ এ, প্রতিবেদনের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সেন্দাই কর্মকাঠামো বাস্তবায়নের জন্য জাতীয়, আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক যোগাযোগ মানচিত্র, কর্মপরিকল্পনা, নির্দেশিকা এবং পরিভাষাতে এসব পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৭. দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং মানবিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পর্যালোচনা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংস্থাসমূহ, সরকার, সরকারি বিভাগ, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা, বেসরকারি খাত, শিক্ষাবিদগণ, গবেষকগণ, এনজিওসমূহ এবং অন্যান্য অংশীজনের মাঝে অর্জিত জ্ঞান বিনিময়ের পদক্ষেপ গ্রহণ।

প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রধান পদক্ষেপ এবং অর্জনসমূহ হচ্ছে:

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে একটি জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। এ টাস্কফোর্স বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং দুর্যোগঝুঁকি ঝুঁকিহ্রাসে নিয়োজিত বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়েছে।

- দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১৯ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কমিটিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য নিবেদিত সংস্থা এবং তাদের প্রতিনিধির অন্তর্ভুক্তির জন্য নির্দেশনা দিয়েছে।
- প্রতিবন্ধী মানুষদের সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে এবং মাঠ ও জাতীয় পর্যায়ের কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ। দুর্যোগের সময় কার্যকরী যোগাযোগের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিরাপদ স্থানান্তরের লক্ষ্যে প্রাথমিক সাড়াদানকারী বা স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
- বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র স্থানান্তরের জন্য মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় উদ্ধার নৌকা তৈরি।
- দুর্যোগকালীন সুরক্ষার নিশ্চিয়তাবিধানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য এমন কৌশলে ঘূর্ণিঝড় এবং বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে যাতে তারা সহজে প্রবেশপথ বুঝতে পারে।
- একটি সহজলভ্য তথ্য ভান্ডারের জন্য ডাটা প্ল্যাটফরম তৈরি করতে হবে। কার্যকর মানবিক সহায়তা এবং সাড়াদানের জন্য ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদার (D-FORM) সহজলভ্য তথ্য থাকবে।
- ঘূর্ণিঝড় আম্পানের সময়, বাংলাদেশে প্রায় ১০,৫০০টি বাড়তি আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করে রাখা হয়েছিল যা বিদ্যমান ৪,১৭১টি আশ্রয়কেন্দ্রের অতিরিক্ত। কোভিড-১৯-এর মধ্যেও সকল ধরনের সামাজিক নিরাপদ দূরত্ব মেনে ২৪ লক্ষ মানুষকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষা নিশ্চিত কল্পে আশ্রয়কেন্দ্রে সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছিল।
- কোভিড- ১৯ বিবেচনায় রেখে যেকোনো দুর্যোগের জন্য প্রস্তুতি ও সাড়াদানে আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে।

৪.৩.৪ অন্তর্ভুক্তিমুলক পুনর্বাসন, পুনর্গঠন ও পুনরুদ্ধার

ভবিষ্যতে দুর্যোগঝুঁকি প্রশমনের ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত বিনিয়োগে সেন্দাই কর্মকাঠামোতে অন্তর্ভুক্তিমূলক পুনর্বাসন, পুনর্গঠন ও পুনরুদ্ধারের বিষয়সমূহকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। নানা ধরনের বৈশ্বিক মহামারীর বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ দুর্যোগঝুঁকির কথা বিবেচনায় রেখে, ঝুঁকিহ্রাস এবং পুনর্গঠনের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোতে আরো গুরুত্ব প্রদান করতে হবে:

- জরুরি সাড়াদান - ত্রাণকার্য এবং মানবিক সহায়তা, পুনরুদ্ধার ও পুনর্নির্মাণ এবং সহনশীলতা বৃদ্ধি ইত্যাদি কার্যক্রমে সকল পর্যায়ে প্রতিবন্ধিতা সমন্বিত একটি টুইন-ট্র্যাক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সম্পৃক্ততা, অংশগ্রহণ এবং ক্ষমতায়নের বহুমুখী দিক নিশ্চিত করতে ইউনিভার্সেল ডিজাইন লার্নিং (UDL) এর নীতিসমূহ ব্যবহার করতে হবে।
- আপদ এবং সম্ভাব্য দুর্যোগ এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত তথ্যগুলো বোধগম্য এবং কার্যকর উপায়ে অবহিত করতে হবে। আগাম পূর্বাভাস বা সতর্কতা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ চূড়ান্ত ব্যবহারকারীদের, বিশেষ করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাছে সুবিস্তৃত হতে হবে এবং বহুবিধ ভাষায় এবং বহুবিধ বোধগম্য ফরম্যাটে সহজলভ্য হতে হবে।

- একটি স্ব-সহায়ক পদ্ধতি ও যৌথ সম্প্রচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নতকরণ, সেবা সহজলভ্যতা বাড়ানোসহ প্রতিবন্ধিতা বান্ধব ঝুঁকি প্রশমন এবং পুনর্নির্মাণ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে। এক্ষেত্রে কোভিড-১৯ একটি শিক্ষণীয় উদাহরণ হতে পারে।
- সহনশীল এবং সুগম্য অবকাঠামো তৈরি করতে হবে, পুনরুদ্ধার এবং পুনর্নির্মাণ পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন পদ্ধতিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কার্যকরী অংশগ্রহণ ঠিক করতে হবে।

দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনাতে বিভিন্ন কর্মসূচি, কর্মপরিকল্পনা এবং জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫ বাস্তবায়নে ঝুঁকিপূর্ণ মানুষের যথাযথ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে-

- দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি বাস্তবায়নের সময় জেন্ডার, বয়স এবং প্রতিবন্ধিতা সমন্বিত তথ্য সংগ্রহের জন্য কার্যকর কৌশল ও নির্দেশিকা প্রকাশে জোর দিতে হবে।
- জাতীয়, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নারী, পুরুষ, শিশু, তৃতীয় লিঙ্গ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংস্থাসমূহের যথার্থ অংশগ্রহণ, অন্তর্ভুক্তকরণ এবং নেতৃত্ব নিশ্চিতকরণ।
- ঝুঁকি প্রশমন, সাড়াদান এবং পুনর্নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াগুলোতে অংশগ্রহণ ও কাজ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বোধগম্য বা সহজলভ্য ফরম্যাটে তথ্য বা বিভিন্ন সরঞ্জামাদি, যেমন: চিহ্ন ভাষা ব্যাখ্যা পদ্ধতি ও ব্রেইলি পদ্ধতির সরঞ্জাম প্রদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- প্রতিবন্ধিতা সমন্বিত দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসের কার্যক্রম ডিজাইন, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে তাঁদের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সহজে অভিগম্য আশ্রয়কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তায় নতুন অবকাঠামো তৈরি ও বিদ্যমান কাঠামোর উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- তথ্য, যোগাযোগ, এবং প্রযুক্তিভিত্তিক সরঞ্জাম, মানবিক সহায়তার জন্য সরঞ্জাম নিশ্চিত করতে হবে।
- দুর্যোগ সম্পর্কিত তথ্য ও প্রযুক্তিভিত্তিক সরঞ্জাম প্রতিবন্ধী বান্ধব হতে হবে ।

৪.৪ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫ বাস্তবায়নের মূলনীতিসমূহ

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫ কতগুলো বিশেষ বিবেচনার ভিত্তিতে প্রণীত। বিশেষ বিবেচনাগুলো এই পরিকল্পনার প্রধান কার্যক্রমগুলোর ফলাফলকে সমাজ ও পরিবেশের সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ করবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত কার্যাবলীর অগ্রাধিকার প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই বিবেচনাগুলো বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। বিশেষ বিবেচনাগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস মূলধারায় অন্তর্ভুক্তকরণ (Mainstreaming DRR)

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে আরো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রমকে টেকসই করা সম্ভব। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জনপ্রশাসনের নীতিমালাসমূহে 'মূলধারায় অন্তর্ভুক্তকরণ'কে একটি মূলনীতি হিসেবে

অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পূর্ববর্তী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুযায়ী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় একটি মৌলিক পরিবর্তন হিসেবে দুর্যোগঝুঁকিহ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনকে মূলনীতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। একটি কার্যকর পদ্ধতির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস এই বিষয়গুলোর সুষ্ঠু সুষ্ঠূ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে পারলেই জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫ এর লক্ষ্যসমূহ অর্জন করা সম্ভব।

কাউকে পেছনে ফেলে নয় (Leaving No One Behind)

এই পরিকল্পনার অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি। এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় প্রণোদনার মাধমে দুর্যোগ সহনশীল করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

অর্থের বিনিময় মূল্য (Value For Money)

বাংলাদেশের মতো দুর্যোগপ্রবণ দেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য আর্থিক সংস্থান সব সময়ই অপ্রতুল। দুর্যোগ সহনশীলতা অর্জনের জন্য এই অপ্রতুল অর্থের সর্বোচ্চ সুবিবেচনাপূর্ণ ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এব্যাপারে কোনো বিশেষ কার্যক্রমে নির্দিষ্ট পরিমান অর্থের ব্যবহারের মাধ্যমে কতটুকু ঝুঁকিহ্রাস করা সম্ভব তা নির্ণয়ের জন্য কারিগরি পদ্ধতি ব্যবহার প্রয়োজন। অর্থের বিনিময় মূল্যের বিবেচনায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত কার্যাবলীর অগ্রাধিকার প্রণয়নে এধরনের পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

পরিবেশভিত্তিক সমাধান (Nature Based Solution)

বিভিন্ন পরিবেশবান্ধব সমাধান, যেমন: বনভূমি, জলাভূমি, প্রবাল প্রাচীর সংরক্ষণের মাধ্যমে মানুষ নানারকম দুর্যোগ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে, উদাহরণস্বরূপ: বনায়নের মাধ্যমে পাহাড়ের ঢালকে স্থিতিশীল করে ভূমিধস থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। জলাভূমি রক্ষা করে বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। উপকূলে সবুজ বেষ্টনী তৈরির মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসজনিত ক্ষতি কমানো সম্ভব।

অনিষ্ট নিরোধ (Do No Harm) ও কার্যকর সাশ্রয়ী সমাধান

দুর্যোগঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনায় অনিষ্ট নিরোধ ও কার্যকর সাশ্রয়ী সমাধানের ধারণাকে গুরুত্ব দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণ যাতে অন্য কোনো প্রকার ক্ষতির সম্মুখীন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখাটা জরুরি। স্বল্পব্যয়ের মাধ্যমেও দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস করে ভবিষ্যৎ দুর্যোগের অনেক বড় মাত্রার ক্ষয়ক্ষতি কমানো সম্ভব।

ব্যক্তি উদ্যোগ ও সুশীল সমাজের অংশগ্রহণ (Private and Civil Society Participation)

ঝুঁকি বিবেচনায় রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যক্তি খাতে দুর্যোগজনিত ক্ষয়ক্ষতি কমানো সম্ভব এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে ব্যবসায়ের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব। ব্যক্তি খাতে অথবা পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

দুর্যোগ পরবর্তী পুনরুদ্ধারে সহনশীলতা ও গুণগত পরিবর্তন অর্জন (Resilient and Transformational Recovery)

পুনরুদ্ধার নীতিমালা ও পরিকল্পনার মাধ্যমে দ্রুত ও গুণগতভাবে পরিবর্তিত অবস্থায় রূপান্তরের প্রয়াস থাকতে হবে। বিল্ড ব্যাক বেটার নীতিতে এ ধরনের রূপান্তরের জন্য দুর্যোগ পূর্ববর্তী প্রস্তুতিমূলক কর্মসূচি প্রয়োজন। ২০২০ সালের কোভিড-১৯ মহামারী অবস্থায় যখন বিশ্বের রাষ্ট্রযন্ত্রসহ সকল ব্যবস্থা বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন তখন এসকল ব্যবস্থাকে নতুন করে ঢেলে সাজাবার সুযোগ তৈরি হয়েছে। বিল্ড ফরওয়ার্ড বেটার-এর মাধ্যমে নতুন টেকসই ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

অধ্যায় ৫: কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

এনপিডিএম ২০২১-২০২৫ এর মূল কর্মপরিকল্পনাসমূহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার আন্তঃনির্ভরশীল ৪টি পর্যায়ের ভিত্তিতে সারণি-১ এ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এই তালিকায় কার্যক্রমসমূহকে সেন্দাই কর্মকাঠামোর ৪টি অগ্রাধিকারের সাথেও সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। কার্যক্রমগুলোর সুনির্দিষ্ট সময়কালও এতে উল্লেখ করা আছে। সারণি-২ এ একই কার্যক্রমসমূহকে ব-দ্বীপ পরিকল্পনায় উল্লেখিত ৬টি হটস্পটের ভিত্তিতে স্থানীয়করণ করা হয়েছে।

৫.১ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫ বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার বিনিয়োগ ক্ষেত্র

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫ এ নির্ধারিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন বা বিনিয়োগ লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে সেন্দাই কর্মকাঠামোর মূল ৪টি বিষয় বিবেচনা করে। এগুলো হল, আগ্রাধিকার ১, ২, ৩ এবং ৪। নিম্নে আগ্রাধিকারগুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হল।

আগ্রাধিকার ১: দুর্যোগ ঝুঁকি আনুধাবন

- জাতীয় সচেতনতা বৃদ্ধি এবং উন্নতকরণ;
  - ভূমিকম্প সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি;
  - আবহাওয়া এবং জলবায়ু পর্যবেক্ষণ ও পূর্বাভাসের জন্য উদ্ভাবনী এবং সমসাময়িক প্রযুক্তির ব্যবহার;
  - দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত গবেষণা এবং আর্থ-সামাজিক ও বিজ্ঞান বিষয়ক উন্নয়ন কার্যক্রম;
  - সকল খাতে যথাযথ সরঞ্জাম ব্যবহার করে দুর্যোগ প্রভাব মূল্যায়ন;
  - বিনিয়োগ পরিকল্পনার জন্য দুর্যোগ ঝুঁকি তথ্য ভান্ডার গঠন;
  - জাতীয় দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করণ;
  - বিভিন্ন আপদের ওপর গবেষণা (যেমন: বজ্রপাত, অগ্নিকান্ড, রাসায়নিক দুর্ঘটনা, স্বাস্থ্য, জৈব আপদ এবং তেল ছড়িয়ে পড়া ইত্যাদি) পরিচালনা।

আগ্রাধিকার ২: দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সুশাসন নিশ্চিতকরণ

- দুর্যোগ সহনীয় সরকারি বিনিয়োগ এবং দুর্যোগ প্রভাব মূল্যায়ন (DIA) অন্তর্ভুক্তকরণ;
- খাতভিত্তিক নীতি প্রণয়ন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় সহযোগিতা জোরদারকরণ;

- জাতীয় ভূমিকম্প আপদকালীন পরিকল্পনা পর্যালোচনা এবং হালনাগাদকরণ;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সক্ষমতা উন্নয়ন এবং নগর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সক্রিয়করণ;
- সামাজিক সুরক্ষা সংস্থার সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ;
- সহনশীলতা নিশ্চিতকরণে ব্যক্তিখাতের জন্য নির্দেশিকা প্রণয়ন;
- খরা এবং শৈত্যপ্রবাহ প্রস্তুতির জন্য নীতিমালা পর্যালোচনা ও সংশোধন;
- তথ্য ও জ্ঞান বিনিময়ের জন্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা।

আগ্রাধিকার ৩: দুর্যোগ সহনশীলতা অর্জনে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস খাতে বিনিয়োগ

- দুর্যোগ সহনশীলতা উন্নয়নের জন্য দেশজুড়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম;
- দুর্যোগ সহনশীলতার জন্য অবকাঠামোগত ব্যবস্থা এবং কার্যক্রম;
- দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অর্থায়ন – বেসরকারি খাত, বিমা এবং সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা;
- দুর্যোগ সহনশীল প্রতিষ্ঠান, যেমন: গবেষণা ও উন্নয়নকেন্দ্র, জাতীয় জরুরি দুর্যোগ কার্যক্রম পরিচালন কেন্দ্র;
- বন্যা ব্যবস্থাপনা উন্নতকরণ;
- ঘূর্ণিঝড় ব্যবস্থাপনা উন্নতকরণ;
- বহুমাত্রিক দুর্যোগঝুঁকি নিরূপণ ও তদনুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ।
- পূর্বাভাস ভিত্তিক আগাম সাড়াদান কাঠামো ও ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ।

আগ্রাধিকার ৪: দুর্যোগ-পরবর্তী পুনরুদ্ধার ও পুনর্গঠনে যথাযথ প্রস্তুতি জোরদারকরণ ও 'আগের চেয়ে ভালো অবস্থায় ফিরিয়ে আনা'-এর জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ

- পূর্বাভাস এবং আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ;
- জরুরি সাড়াদানের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- গুরুত্বপূর্ণ সেবাসমূহের জন্য খাত আনুযায়ী প্রস্তুতি এবং জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থা;
- অন্তর্ভুক্তিমূলক পুনরুদ্ধার এবং পুনর্বাসন কৌশল;
- অর্থনৈতিক পরিকাঠামো - পুনরুদ্ধার ক্ষতিপূরণ বা ঋণ;
- ব্যবসায় ধারাবাহিকতা পরিকল্পনা;
- মানব সৃষ্ট দুর্যোগের জন্য জরুরি প্রস্তুতি ও সাড়াদান;
- ধীরে ঘটমান আপদের জন্য জরুরি প্রস্তুতি ও সাড়াদান।

৫.২ বিশেষ ক্ষেত্র হিসেবে ভূমিকম্প সহনশীলতা

বাংলাদেশের একটি বৃহদাংশে মাঝারি থেকে তীব্র ভূমিকম্পের আশঙ্কা রয়েছে। তীব্র ভূমিকম্পে বাংলাদেশ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার ইতিহাস আছে। গত এক শতাব্দীর অধিক সময় এ অঞ্চলে বড় কোনো ভূমিকম্প আঘাত না হানায় মানুষের মাঝে এ সম্পর্কে সচেতনতার অভাব রয়েছে। ভূমিকম্পে সহনশীলতা অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। তবে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের মত দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশ যে সক্ষমতা অর্জন করেছে সে তুলনায় ভূমিকম্প মোকাবেলায় প্রস্তুতির ঘাটতি আছে।

সাম্প্রতিক গবেষণায়[২] নেক্সাসভিত্তিক একটি সামগ্রিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অভাব, ভূমিকম্প ঝুঁকি নির্ণয়ের নির্ভরযোগ্য মডেলের অভাব, কারিগরি দক্ষতার অভাব এবং অসচেতনতাকে ভূমিকম্প সহনশীলতা অর্জনের ক্ষেত্রে মূল দুর্বলতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ভূমিকম্পে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে ১০টি সুপারিশ প্রস্তাব করা হচ্ছে। ভূমিকম্পে ঝুঁকিহ্রাসের দুইটি মূল কৌশলের ভিত্তিতে সুপারিশসমূহকে নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

ক) নেক্সাসভিত্তিক সামগ্রিক ও কার্যকর ঝুঁকি হ্রাস

১) সকল আইন, নীতিমালা, কার্যক্রম, প্রতিষ্ঠান ও স্টেকহোল্ডারদের মাঝে নেক্সাসভিত্তিক সামগ্রিক সমন্বয়সাধন;

২) বাস্তব ঝুঁকি (ভৌত, মানবিক ও অর্থনৈতিক) নির্ণয়ের লক্ষ্যে একটি ব্যাপক সমন্বিত 'বাংলাদেশ ঝুঁকি ও সহনশীলতা মডেল' তৈরিকরণ;

৩) কার্যকর ঝুঁকিহ্রাসের জন্য বাস্তবায়নযোগ্যতার ভিত্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগ সহনশীলতা-সংক্রান্ত লক্ষ্য ও কর্মসূচিসমূহের অগ্রাধিকারের ক্রম নির্ধারণ;

৪) কার্যকর ও নির্ভরযোগ্য ঝুঁকি যোগাযোগের মাধ্যমে মানুষের মাঝে নিরাপত্তার জন্য চাহিদা তৈরি করা;

৫) ঝুঁকি এড়ানো, ঝুঁকিহ্রাস ও টেকসই উন্নয়নের জন্য বিশেষায়িত দক্ষতা অর্জন;

৬) ঝুঁকিভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, সাড়াদান, পুনরুদ্ধার ও পুনর্গঠন কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ। একটি সমন্বিত ও একীভূত ডিজাস্টার রেসপন্স অ্যান্ড কম্যান্ড সিস্টেম গঠনের মাধ্যমে দুর্যোগ সাড়াদানে সক্ষমতা অর্জন;

খ) ভৌত দুর্বলতা এড়ানো, কমানো ও স্থানান্তর

৭) ভবন, লাইফলাইন ও অবকাঠামোর নিরাপদ ও সহনশীল পরিকল্পনা, নকশা, নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে নতুন ঝুঁকি এড়ানো;

৮) বিদ্যমান নির্মিত-পরিবেশের পর্যায়ক্রমিক ঝুঁকিহ্রাস;

৯) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে আর্থিক প্রণোদনা ও বিমা চালুকরণ;

১০) নিরাপত্তা ও সহনশীলতা সূচকের মাধ্যমে নগর এলাকার ঝুঁকি ও সহনশীলতা পর্যবেক্ষণ।

৫.৩ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫ এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের সময়কাল ও কৌশল

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫ এর সময়কাল পাঁচ বছর যা তিনটি ভাগে বাস্তবায়িত হবে। এগুলো হলো: (ক) ২০২১ - নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রস্তুতি গ্রহণ এবং পূর্ববর্তী পরিকল্পনার চলমান প্রকল্পগুলো সম্পন্নকরণ; (খ) ২০২২-২৩ নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং পূর্ববর্তী প্রকল্পের অসমাপ্ত কার্যাদি সম্পন্নকরণ; এবং (গ) ২০২৪-২৫ অবশিষ্ট প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্নকরণ এবং নতুন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ। উল্লেখ্য, পরিকল্পনার বেশ কিছু প্রকল্পের মেয়াদকাল এসডিজি অভীষ্ট অনুযায়ী ২০৩০ সাল পর্যন্ত বর্ধিত হতে পারে।

পরিকল্পনার প্রতিটি ভাগ সম্পন্ন হবার পর মূল্যায়ন করা হবে এবং বাস্তবায়ন সহযোগীদের মতামত ও শিক্ষণের ভিত্তিতে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য হালনাগাদ করা হবে। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার কার্যক্রমগুলো

[2]Ghafory-Ashtiany, M. (2000). Gap Analysis on Existing DRM and Disaster Response for Mega Disaster, Dhaka: National Resilience Programme: DDM, Ministry of Disaster Management and Relief

বাস্তবায়ন করার জন্যে সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি খাতের সচেষ্ট ভূমিকা থাকতে হবে। পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় এবং সহযোগিতা জোরদার করা হবে। দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রম নিয়মিত কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা এবং এর অগ্রগতি নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা হবে। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের সঠিক বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও অগ্রগতি তদারকি করার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে একটি কমিটি কাজ করবে। উক্ত কমিটি জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫ বাস্তবায়ন সহজতর করার জন্যে নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার অগ্রাধিকারগুলো বাস্তবায়নে সমন্বয় এবং কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে।

৫.৩.১ বাস্তবায়ন কমিটি

দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলিতে উল্লেখিত আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি এনপিডিএম-এর বাস্তবায়ন তদারকি ও পর্যালোচনার জন্য দায়িত্বশীল থাকবে। এ কমিটি নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পন্ন করবে (সীমাবদ্ধ নয়):

- জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এর তহবিল সংস্থান নিশ্চিত করার জন্য সরকার, উন্নয়ন সহযোগী এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে সমন্বয় সহজতর করা;
- অধিকতর দুর্যোগঝুঁকিপূর্ণ ও চিহ্নিত বিপদাপন্ন অঞ্চল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে যোগাযোগ কৌশল স্থাপন ও বাস্তবায়ন করা;
- সকল কর্মকাণ্ডে/প্রকল্পে জেন্ডার, বয়স ও প্রতিবন্ধিতা বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা;
- প্রকল্পসমূহের কার্যকরী বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে নিয়মিত সভার আয়োজন করা।

৫.৪ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অর্থায়ন প্রক্রিয়া

অর্থায়ন প্রক্রিয়ার মূল লক্ষ্য হলো সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অর্থের উৎস নির্ধারণ। এগুলো হতে পারে বিদ্যমান জাতীয় বাজেট (বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা) এবং দাতাসংস্থা কিংবা আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ অনুযায়ী ২০১৬ সালকে ভিত্তি বছর হিসেবে ধরে আগামী ২০৩০ ও ২০৫০ সালে দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষের একটা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে (লেখচিত্র-২) । সেই লক্ষ্যমাত্রা থেকে প্রতীয়মান হয় যে কয়েক লক্ষ মানুষকে দুর্যোগের কবল থেকে রক্ষা করতে হলে অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো খাতে প্রচুর অর্থ-সম্পদ বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে । এসব খাতে বিনিয়োগের জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ-সম্পদ সংকুলান করার প্রয়োজন হবে, যেমন: বন্যা ব্যবস্থাপনার জন্য ২০৩০ সালে প্রায় ২ কোটি ৮০ লাখ মানুষকে অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো বিষয়ে সহযোগিতা করতে হবে ।

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অর্থ সংকুলানে নিম্নলিখিত উপায় ও কৌশল গ্রহন করা যেতে পারে:

১. মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের নিয়মিত উন্নয়ন বাজেটে অর্থ বরাদ্দের বিধান;
২. মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের প্রকল্প/কর্মসূচিতে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস এবং ব্যবস্থাপনার জন্য অর্থায়ন বরাদ্দের বিধান;

৩. দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস/জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন-সংক্রান্ত কর্মকান্ড বাস্তবায়নের জন্য বাজেট কোড প্রণয়ন;
৪. দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো বাৎসরিক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাধ্যতামূলক তহবিল বরাদ্দ;
৫. সকল কার্যক্রমে গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল বরাদ্দ (কমপক্ষে ৫%);
৬. জাতীয়, স্থানীয় ও কমিউনিটি পর্যায়ের জন্য দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস/জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন-সংক্রান্ত তহবিল নিশ্চিতকরণ;
৭. বেসরকারি সংস্থা, শিল্প সংস্থা, সমবায়, ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং বিমা প্রতিষ্ঠানদের বিনিয়োগ;
৮. উন্নয়ন সহযোগীদের সাহায্য (দ্বিপক্ষীয়, বহুপক্ষীয়, জাতিসংঘ সংস্থাসমূহ);
৯. দুর্যোগ বিমা সুযোগ তৈরি যাতে করে দুর্যোগ পরবর্তী সময় দ্রুততার সাথে বিমা দাবি নিষ্পত্তি করা যায়;
১০. কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR)-এর মাধ্যমে বেসরকারি/ব্যবসায় খাত হতে প্রাপ্ত অর্থ;
১১. উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট থেকে উন্নয়ন সাহায্য (যেমন: এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, বিশ্ব ব্যাংক, জাইকা ইত্যাদি)।

লেখচিত্র-২: দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস লক্ষ্যমাত্রা (জনসংখ্যা-মিলিয়ন)

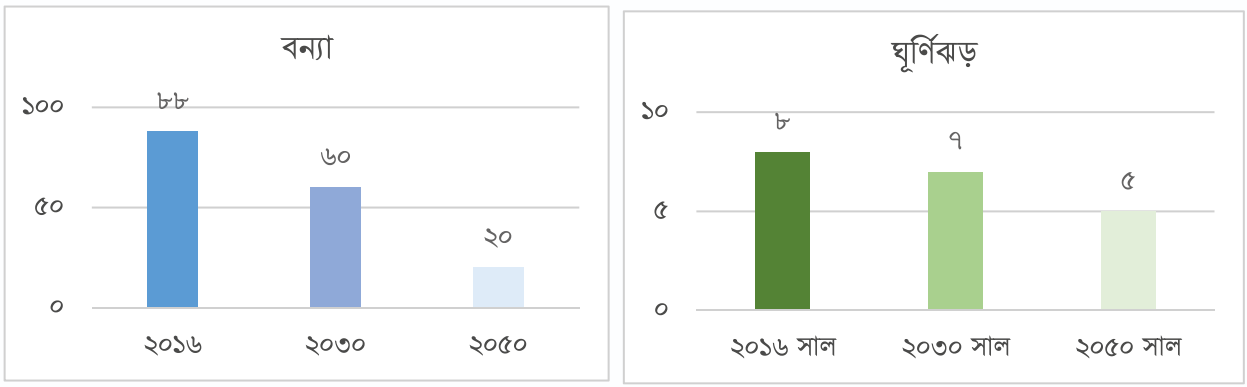

সূত্র: ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০

৫.৫ ফলাফল পরিবীক্ষণ কর্মকাঠামো

এনপিডিএম ২০২১-২০২৫ এ চিহ্নিত কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিবীক্ষণ কাঠামো অনুসরণ করা হবে যেখানে ইনপুট, ফলাফল, প্রভাব ইত্যাদি সন্নিবেশিত হবে। প্রস্তাবিত পরিবীক্ষণ কর্মকাঠামো নিম্নরূপ:

ফলাফল পরিবীক্ষণ পরিকল্পনা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ইউনিট কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি মূল্যায়ন করবে। নিম্নে বাস্তবায়ন মূল্যায়নের রূপরেখা বিবৃত হলো।

বিষয়াবলী	বিবরণ
প্রধান কাজসমূহ	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন শাখার প্রধান কার্যাদি নিম্নরূপ: ✓ পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন সক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনা; ✓ সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ; ✓ এনপিডিএম-এর গৃহীত সকল কার্যক্রমের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করা।
তথ্য সংগ্রহ পরিকল্পনা	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ইউনিট কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ/এজেন্সির সাথে যোগাযোগ করে তথ্য সংগ্রহ করবে। তথ্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংগ্রহ করা যেতে পারে।
সূচক	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ইউনিট প্রতিটি লক্ষ্যের জন্য সূচক নির্ধারণ করবে। সূচক/নির্দেশকগুলো সহজ পরিমাপযোগ্য এবং বোধগম্য হতে হবে। সূচক নির্ধারণের আগে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সাথে আলোচনা করতে হবে।
তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	ডিজিটাল এবং ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে। সময়ে সময়ে পরিসংখ্যান-সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরির জন্য এবং উপাত্ত গুচ্ছের গুণাবলী ও নির্ভরযোগ্যতা মূল্যায়নের জন্য পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ইউনিট মাঠ জরিপপূর্বক উপাত্ত সংগ্রহ করবে।
তথ্য সংগ্রহ সময়কাল	নির্দিষ্ট প্রকল্পের ধরন ও সময়কালের ওপর নির্ভর করবে।
তথ্য বিশ্লেষণ	তথ্য বিশ্লেষণ প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং ব্যবহৃত তথ্য/উপাত্তের প্রকারের ওপর নির্ভর করবে। তথ্য বিশ্লেষণ খাতভিত্তিক হবে, যেমন: জেন্ডার, আবাসন, শিক্ষার হার, আয়ের ধাপ ইত্যাদি।
পর্যালোচনা ও প্রতিবেদন	কার্যক্রমের ধরনের ওপর নির্ভর করে পর্যালোচনা ও প্রতিবেদনের প্রকার নির্ধারণ করা হবে। এজন্য কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সংস্থার সাথে আলোচনার প্রয়োজন হবে।

মূল্যায়নের ধাপসমূহ

কার্যক্রম মূল্যায়ন সম্পাদন করতে নিম্নলিখিত ধাপসমূহ অনুসরণ করতে হবে:

প্রক্রিয়া	বিস্তারিত	কার্যক্রম
অংশীজনের অংশগ্রহণ ও আলোচনা	যথাযথ বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে সম্পৃক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা বা সহযোগী প্রতিষ্ঠান হতে পারে।	কর্মশালার মাধ্যমে এ বিষয়ক ফলাফল পাওয়া যেতে পারে
কার্যক্রমের বর্ণনা	কার্যক্রমটির যে বিষয়গুলো মূল্যায়ন করা হয়েছে তা বর্ণনা করুন, যেমন: উদ্দেশ্য, পটভূমি তথ্য, প্রত্যাশিত পরিবর্তন/ফলাফল, উপলব্ধ সংস্থানসমূহ ইত্যাদি	নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা তালিকা করুন, যেমন: উদ্দেশ্য, ফলাফল ইত্যাদি
যথাযথ সূচক/নির্দেশকগুলো সনাক্ত করুন	ফলাফল এবং প্রভাব সূচক/নির্দেশক	প্রাসঙ্গিক সূচক সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, পর্যালোচনা সূচক/নির্দেশক এবং নির্দিষ্ট ছকে বিন্যাস
উপযুক্ত প্রমাণ সংগ্রহ	নির্ভুল ও যুক্তিসঙ্গত তথ্য সংগ্রহ	অর্থবহ সূচক নির্ধারণ যা মূল্যায়ন প্রশ্নের যথাযথ ফলাফল ও তথ্যসূত্র বিবৃত করবে
উপসংহার যুক্তি সহকারে উপস্থাপন, যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও প্রচার	প্রাপ্ত ফলাফলগুলো বাস্তবায়নকারী দ্বারা নির্ধারিত মানদণ্ডের আলোকে বিশ্লেষণ	বিশ্লেষণের জন্য যথাযথ পদ্ধতি ব্যবহার এবং প্রাপ্ত ফলাফল সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন
প্রাপ্ত জ্ঞানের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও প্রচার	কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত বিশেষ জ্ঞান প্রচার করুন (এটি হতে পারে সাফল্য বা চ্যালেঞ্জ)	কর্মশালা বা প্রকাশনার মাধ্যমে

সারণি ৩: জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫-এর প্রধান কার্যক্রম ও লক্ষ্যমাত্রা

ক্রম নং	কার্যক্রম	লক্ষ্য	সেন্দাই কর্মকাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য	প্রধান বাস্তবায়নকারী (মন্ত্রণালয়/বিভাগ)	সহযোগী (মন্ত্রণালয়/বিভাগ)	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫
ক.	**দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রম**									
১	ভূমিকম্প-ঝুঁকি হ্রাস ও সহনশীলতা মডেল প্রস্তুত এবং সম্প্রসারণ	ঝুঁকি ও সহনশীলতা পর্যবেক্ষণ	অগ্রাধিকার-২	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, সুরক্ষা সেবা বিভাগ /রাজউক, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় /গণপূর্ত অধিদপ্তর, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/সিটি কর্পোরেশন, স্থানীয় সরকার বিভাগ/পৌরসভা, স্থানীয় সরকার বিভাগ	√	√	√	√	√
২	জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপণ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়ন	১০০০ ইউনিয়ন পরিষদ এবং নগর এলাকার ৫০০ ওয়ার্ড	অগ্রাধিকার-১	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ/রাজউক, স্থানীয় সরকার বিভাগ	১০০+৫০	২০০+১০০	৩০০+১০০	৩০০+১০০	১০০+১৫০
৩	পেশাজীবী, সাড়াদানকারী এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম	৫০০ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ৫০০ পেশাজীবী এবং ৫০০ সাড়াদান সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ	অগ্রাধিকার-১	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ; ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, সুরক্ষা সেবা বিভাগ; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৫০+১০০+১০০	১০০+১০০+১০০	১৫০+১০০+১০০	১০০+১০০+১০০	১০০+১০০+১০০
৪	সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের জন্য দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম, ম্যানুয়্যাল প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ	৫টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম হালনাগাদ ও পরিচালনা	অগ্রাধিকার-২	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়; জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট, স্থানীয় সরকার বিভাগ; সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ/প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	০	৩	২	০	০

ক্রম নং	কার্যক্রম	লক্ষ্য	সেন্দাই কর্মকাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য	প্রধান বাস্তবায়নকারী (মন্ত্রণালয়/বিভাগ)	সহযোগী (মন্ত্রণালয়/বিভাগ)	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫
৫	জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১৯ তে বর্ণিত নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন	সবচেয়ে দুর্যোগপ্রবন ২০ জেলা এবং ৪০ উপজেলা	অগ্রাধিকার-৩	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়	২+৪	৮+১০	৬+১৮	৪+৮	০
৬	জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সেন্দাই অগ্রাধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ	কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য এসএফডিআরআর-ট্র্যাকার প্রণয়ন	অগ্রাধিকার-২	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ	√	√	√	√	√
৭	উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণে (টিএপিপি, ডিপিপি) ডিআইএ অর্ন্তভুক্তি	ডিপিপি/টিএপিপি প্রস্তুতিতে-দুর্যোগ প্রভাব মূল্যায়ন বিবেচনা	অগ্রাধিকার-২	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ	√	√	√	√	√
৮	বড় ধরনের দুর্যোগ সাড়াদানে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সিভিল-মিলিটারি সহযোগিতা শক্তিশালীকরণ	ডিআরইই এবং সংশ্লিষ্ঠ মহড়া কার্যক্রম পরিচালনা এবং আরসিজির সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন	অগ্রাধিকার-১	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ; পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ	√	√	√	√	√
৯	নগর ও গ্রামীণ দুর্যোগ সহনশীল ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন	৫টি পৌরসভা এবং ১০টি উপজেলা	অগ্রাধিকার-১	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ভূমি মন্ত্রণালয়	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	১+১	২+২	১+৪	১+৩	০
১০	সামাজিক নিরাপত্তা-সংক্রান্ত কার্যক্রমে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস অন্তর্ভুক্তকরণ	১০টি দুর্যোগ সহনীয় সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকায় দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস অন্তর্ভুক্তকরণ	অগ্রাধিকার-১	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ; মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়; কৃষি মন্ত্রণালয়; মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	১	৩	৩	২	১

ক্রম নং	কার্যক্রম	লক্ষ্য	সেন্দাই কর্মকাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য	প্রধান বাস্তবায়নকারী (মন্ত্রণালয়/বিভাগ)	সহযোগী (মন্ত্রণালয়/বিভাগ)	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫
১১	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সকল স্তরে জেন্ডার এবং প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তকরণ	এনপিডিএম এর সকল কার্যক্রম	অগ্রাধিকার-১	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	স্থানীয় সরকার বিভাগ; স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়	√	√	√	√	√
১২	ভূমিকম্প এবং বন্যার বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি নিরূপণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ	১০টি জেলা	অগ্রাধিকার-৩	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়; পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	১	৩	৩	২	১
১৩	গবেষণা ও উন্নয়ন সম্পর্কিত জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি	দুর্যোগের নির্দিষ্ট গবেষণা পরিচালনা, উন্নয়ন ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস-সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা এবং গবেষণা পত্র প্রকাশ	অগ্রাধিকার-১	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়; তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	০	√	√	√	√
১৪	জৈবিক আপদের (প্যান্ডেমিকসহ) সহনশীলতা বৃদ্ধি বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম	২টি সমীক্ষা পরিচালনা এবং বাস্তবায়নের জন্য প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ	অগ্রাধিকার-১	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	০	১	১	০	০
১৫	মানবসৃষ্ট আপদের সহনশীলতা বৃদ্ধি বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম	অগ্নিকান্ড ও ভবনধস-সংক্রান্ত ২টি করে গবেষণা	অগ্রাধিকার-১	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স, সুরক্ষা সেবা বিভাগ; সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ; স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	০	১	০	১	০

ক্রম নং	কার্যক্রম	লক্ষ্য	সেন্দাই কর্মকাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য	প্রধান বাস্তবায়নকারী (মন্ত্রণালয়/বিভাগ)	সহযোগী (মন্ত্রণালয়/বিভাগ)	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫
১৬	বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভূ-কম্পবিদ্যা (সাইসমোলজি) এবং ভূমিকম্প প্রকৌশল বিভাগ প্রতিষ্ঠা	২টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়	অগ্রাধিকার-৩	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	০	১	১	০	০
১৭	সরকারি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের পাঠ্যসূচিতে ভূ-কম্পবিদ্যা এবং ভূমিকম্প প্রকৌশল অন্তর্ভুক্তকরণ	৫টি বিশ্ববিদ্যালয়	অগ্রাধিকার-১	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়		১	১	২	১
১৮	নগর/কমিউনিটি ঝুঁকি বিশ্লেষণ (সিআরএ/ইউআরএ) পদ্ধতিতে ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	১০০টি ইউনিয়ন ৫০টি ওয়ার্ড	অগ্রাধিকার-৩	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, স্থানীয় সরকার বিভাগ; সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ	১০+১০	৩০+১০	২০+১০	৩০+১০	১০+১০
১৯	প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের পাঠ্যক্রমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয় পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণ	প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যসূচি	অগ্রাধিকার-১	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়		১+২+২	১+১+১	১+৪+৪	০+১+১
২০	দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১৯ অনুযায়ী প্রস্তুতি এবং সাড়াদান বিষয়ক নির্দেশিকা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ	১৫টি	অগ্রাধিকার-২	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ	২	৩	৩	৫	২

ক্রম নং	কার্যক্রম	লক্ষ্য	সেন্দাই কর্মকাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য	প্রধান বাস্তবায়নকারী (মন্ত্রণালয়/বিভাগ)	সহযোগী (মন্ত্রণালয়/বিভাগ)	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫
২১	দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ	৪৫০,০০০ বাসগৃহ	অগ্রাধিকার-৩	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	স্থানীয় সরকার বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ	৩০,০০০	১,২০,০০০	১,২০,০০০	৩০,০০০	৩০,০০০
২২	রক্ষণাবেক্ষণ, পুনরুদ্ধার এবং পুনর্নির্মাণ বিবেচনাপূর্বক টেকসই বাঁধ ও সড়ক নির্মাণের কৌশল/নির্দেশিকা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ	কৌশল/নির্দেশিকা	অগ্রাধিকার-৪	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়; বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়; স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার বিভাগ		√			
২৩	হাওড় অবকাঠামো নির্মাণে দুর্যোগ সহনশীল কৌশল/নির্দেশিকা প্রণয়ন ও হালনাগাদ	কৌশল/নির্দেশিকা	অগ্রাধিকার-৪	হাওড় উন্নয়ন অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগ	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ	√				
২৪	ভূমিকম্প সহনীয় ভবন স্থাপনা নির্মাণে পদ্ধতিতে নিয়োজিত পেশাজীবীদের (পরিকল্পনাবিদ, স্থপতি, পুরপ্রকৌশলী) দক্ষতাবৃদ্ধি	১০০০ জনসংশ্লিষ্ট পেশাজীবীর প্রশিক্ষণ	অগ্রাধিকার-১	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, সুরক্ষা সেবা বিভাগ; সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ; সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা, স্থানীয় সরকার বিভাগ	২০০	২০০	২০০	২০০	২০০
২৫	দুর্যোগ সহনশীল ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণে বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি) অনুসরণ নিশ্চিতকরণ	সহনশীল নির্মাণে বিএনবিসি অনুসরণ	অগ্রাধিকার-২	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়; স্থানীয় সরকার বিভাগ	√				
২৬	এসওডি অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগের	৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ (কৃষি, মৎস্য ও	অগ্রাধিকার-২	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়,	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	১	১	১	১	১

ক্রম নং	কার্যক্রম	লক্ষ্য	সেন্দাই কর্মকাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য	প্রধান বাস্তবায়নকারী (মন্ত্রণালয়/বিভাগ)	সহযোগী (মন্ত্রণালয়/বিভাগ)	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫
	দুর্যোগঝুঁকি নিরূপণ কৌশল/নির্দেশিকা প্রস্তুত, পর্যালোচনা এবং হালনাগাদ	প্রাণিসম্পদ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, শিল্প, পানি সম্পদ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়)		পরিকল্পনা বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়						
২৭	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে দুর্যোগঝুঁকি অন্তর্ভুক্তি বিষয়ক নির্দেশিকা প্রণয়ন	সংশ্লিষ্ট কৌশল/নির্দেশিকা	অগ্রাধিকার-১	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ	√				
২৮	শিল্পখাতে দুর্যোগ সহনশীল সরবরাহ ব্যবস্থাপনা (সাপ্লাই-চেইন) উন্নয়নে নৌ-যোগাযোগ ব্যবস্থা অধুনিকীকরণ	বিদ্যমান কৌশল হালনাগাদ এবং অবকাঠামোর উন্নয়ন	অগ্রাধিকার-৩	শিল্প মন্ত্রণালয়; বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, নৌ মন্ত্রণালয়	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ		√			
২৯	টেকসই ও সহনশীল কৃষি পদ্ধতির সম্প্রসারণ (লবণাক্ততা/বন্যা/খরা সহনশীল খাদ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন) এবং পারিবারিক পর্যায়ে খাদ্য গুদাম (ফুড সাইলো) বাস্তবায়ন	জলবায়ু সহনশীল জাত ও কৃষি পদ্ধতির সম্প্রসারণ	অগ্রাধিকার-৩	কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	√	√	√	√	√
		৫০০,০০০ বসত বাড়িভিত্তিক খাদ্য মজুদ ব্যবস্থা/সাইলো স্থাপন	অগ্রাধিকার-৩	খাদ্য মন্ত্রণালয়	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	২০,০০০	১০০,০০০	১৮০০০০	১,৫০০০০	৫০,০০০
৩০	দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে অর্থায়ন, প্রযুক্তি সহায়তা এবং অংশীদারিত্বের জন্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কৌশল প্রণয়ন	কৌশল প্রণয়ন	অগ্রাধিকার-১	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	অর্থ বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং পরিকল্পনা বিভাগ		√			

ক্রম নং	কার্যক্রম	লক্ষ্য	সেন্দাই কর্মকাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য	প্রধান বাস্তবায়নকারী (মন্ত্রণালয়/বিভাগ)	সহযোগী (মন্ত্রণালয়/বিভাগ)	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫
৩১	দুর্যোগ সহনশীলতা নিশ্চিতকরণে সম্পদ সমাবেশীকরণ	২টি সংশ্লিষ্ট আর্ন্তজাতিক সহযোগিতা চুক্তি ও বাস্তবায়ন	অগ্রাধিকার-৩	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়; অর্থ মন্ত্রণালয়; সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ; পরিকল্পনা বিভাগ	০	১	১	০	০
৩২	নদী, খাল ও জলাধারগুলোর নাব্যতা বৃদ্ধিকরণ	২০টি জলপথ যোগাযোগ	অগ্রাধিকার-৩	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়; স্থানীয় সরকার বিভাগ; নৌ মন্ত্রণালয়	২	৬	৬	৬	২
খ.	**সতর্কীকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন**									
৩৩	বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিধস, বজ্রপাতের পূর্বাভাস এবং সতর্কীকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও পূর্বাভাস-ভিত্তিক সাড়াদান কার্যক্রম সম্প্রসারণে উদ্যোগ গ্রহণ	২টি মডেল বাস্তবায়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিককরণ	অগ্রাধিকার-৪	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়; বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়; বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ও ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	০	১	১	০	০
৩৪	আকস্মিক বন্যার জন্য স্থানিক আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন	২টি মডেল বাস্তবায়ন	অগ্রাধিকার-৪	বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়; বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড/বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	০	১	১	০	০

ক্রম নং	কার্যক্রম	লক্ষ্য	সেন্দাই কর্মকাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য	প্রধান বাস্তবায়নকারী (মন্ত্রণালয়/বিভাগ)	সহযোগী (মন্ত্রণালয়/বিভাগ)	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫
৩৫	জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা	সংশ্লিষ্ট বিধি প্রণয়ন ও সংগঠন প্রতিষ্ঠা	অগ্রাধিকার-২	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, সুরক্ষা সেবা বিভাগ; বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কর্পস, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়; বাংলাদেশ স্কাউটস, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, আনসার ও ভিডিপি, সুরক্ষা সেবা বিভাগ		√	√		
৩৬	ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)-র কার্যক্রম সম্প্রসারণ	১০টি উপকূলীয় জেলা	অগ্রাধিকার-৩	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি	স্থানীয় সরকার বিভাগ	২	৩	৩	২	০
৩৭	বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচির সংখ্যা বাড়ানো/প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ	১০ জেলায় বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচি সম্প্রসারণ	অগ্রাধিকার-৩	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়; স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	**১**	**৩**	**৩**	**৩**	**০**
৩৮	বেসরকারি খাতের জন্য ঝুঁকি অবহিতিমূলক বিনিয়োগ নীতিমালা নির্দেশিকা প্রণয়ন	সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা প্রণয়ন	অগ্রাধিকার-২	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ	√				
গ.	**জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন**									
৩৯	ভূমিকম্প ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন	৮টি নতুন শহর এবং ৮টি পৌরসভা	অগ্রাধিকার-৪	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়; গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স, সুরক্ষা সেবা বিভাগ; সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ	১+১	৩+৩	২+৩	২+১	০
৪০	গবেষণা এবং উন্নয়নে অর্থ	সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে	অগ্রাধিকার-৩	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ	√				

ক্রম নং	কার্যক্রম	লক্ষ্য	সেন্দাই কর্মকাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য	প্রধান বাস্তবায়নকারী (মন্ত্রণালয়/বিভাগ)	সহযোগী (মন্ত্রণালয়/বিভাগ)	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫
	বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ	গবেষণা খাতে অন্তত ৫% অর্থ বরাদ্ধ নিশ্চিতকরণ		ত্রাণ মন্ত্রণালয়						
৪১	কার্যকারী দুর্যোগ সাড়াদানে সরবরাহ ব্যবস্থা (লজিস্টিকস) পরিকল্পনা প্রণয়ন	পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রচার	অগ্রাধিকার-৪	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সুরক্ষা সেবা বিভাগ, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স , সুরক্ষা সেবা বিভাগ		√	√		
৪২	বিভিন্ন শিল্পখাতের জন্য ব্যবসায় ধারাবাহিকতা পরিকল্পনা (বিসিপি) প্রণয়ন	২টি শিল্প খাত	অগ্রাধিকার-৪	শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়		১		১	
৪৩	সমন্বিত ও একীভূত ডিজাস্টার রেসপন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তৈরির মাধ্যমে ঝুঁকিভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সাড়াদান পদ্ধতি প্রণয়ন	ডিজাস্টার রেসপন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম	অগ্রাধিকার-৪	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স, সুরক্ষা সেবা বিভাগ; এবং সিটি কর্পোরেশন, স্থানীয় সরকার বিভাগ		√			
৪৪	দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় প্রতিবন্ধিতা ও মনোসামাজিক বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন	সাড়াদান কার্যক্রমে নিয়োজিত ৫০০ পেশাজীবী	অগ্রাধিকার-১	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
৪৫	মনুষ্যসৃষ্ট/প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য ফায়ার সার্ভিসের মাস্টার প্লান প্রণয়ন (অগ্নিকান্ড, ভবনধস, ভূমিকম্প)	মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন	অগ্রাধিকার-৩	সুরক্ষা সেবা বিভাগ, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স, সুরক্ষা সেবা বিভাগ; গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, রাজউক/সিটি কর্পোরেশন এবং অন্যান্য উন্নয়ন কতৃপক্ষ, স্থানীয় সরকার বিভাগ		√			

ক্রম নং	কার্যক্রম	লক্ষ্য	সেন্দাই কর্মকাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য	প্রধান বাস্তবায়নকারী (মন্ত্রণালয়/বিভাগ)	সহযোগী (মন্ত্রণালয়/বিভাগ)	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫
৪৬	জাতীয় জরুরি দুর্যোগ পরিচালন কেন্দ্র (এনইওসি) এবং হিউম্যানিটেরিয়ান স্টেজিং এরিয়া (এইচএসএ) স্থাপন	এনইওসি এবং এইচএসএ এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন	অগ্রাধিকার-৩	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ	-	এনইওসি	এইচএসএ	-	-
ঙ.	**পুনর্বাসন, পুনর্গঠন এবং পুনরুদ্ধার ব্যবস্থা উন্নয়ন**									
৪৭	দুর্যোগের পুনরুদ্ধার কৌশল/পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	দুইটি আপদ বিবেচনাপূর্বক কার্যক্রম গ্রহণ	অগ্রাধিকার-৪	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়; স্থানীয় সরকার বিভাগ; কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ	০	১	১	০	০
৪৮	দুর্যোগ এবং জলবায়ুজনিত বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা কৌশল বাস্তবায়ন	সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি প্রণয়ন	অগ্রাধিকার-৩	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়; ভূমি মন্ত্রণালয়; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	স্থানীয় সরকার বিভাগ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও খাতসমূহ		√			
৪৯	দুর্যোগ সহনশীল পুনরুদ্ধার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে অর্থায়ন নিশ্চিতকরণ	সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা প্রণয়ন	অগ্রাধিকার-৩	অর্থ বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়; পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়; ব্যাংকিং বিভাগ	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ		√			

ক্রম নং	কার্যক্রম	লক্ষ্য	সেন্দাই কর্মকাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য	প্রধান বাস্তবায়নকারী (মন্ত্রণালয়/বিভাগ)	সহযোগী (মন্ত্রণালয়/বিভাগ)	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫
৫০	দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) উদ্ভাবন ও প্রসার	প্রস্তুতি, সাড়াদান, পুররুদ্ধার ও পুনর্বাসন সংকেত প্রচার, ঝুঁকি বিশ্লেষণ, ঝুঁকি যোগাযোগ ও সচেতনতা কার্যক্রম, সমন্বয়সাধন, বেনিফিসিয়ারি টার্গেটিং, তথ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের প্রত্যেকটির জন্য একটি করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের পন্থা উদ্ভাবন	অগ্রাধিকার-১	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, দুর্যোগ ব্যস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	বন্যা সতর্কীকরণ কেন্দ্র, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়; বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়; ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স, সুরক্ষা সেবা বিভাগ	√	√	√	√	√

এই পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে উল্লিখিত মন্ত্রণালয়/বিভাগের পাশপাশি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি, বেসরকারি সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী, জাতিসংঘ এজেন্সি, প্রাইভেট সেক্টর, শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং সিভিল সোসাইটি ভূমিকা পালন করবে।

সারণি ৪: জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫-এর প্রধান কার্যক্রম ও হটস্পট ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা

ক্রম নং	কার্যক্রম	লক্ষ্য	সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ হটস্পটের নাম	লক্ষ্যিত জেলাসমূহ
ক.	**দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রম**			
১	ভূমিকম্প-ঝুঁকি হ্রাস ও সহনশীলতা মডেল প্রস্তুত এবং সম্প্রসারণ	ঝুঁকি ও সহনশীলতা পর্যবেক্ষণ	নগরাঞ্চল	ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, রংপুর ও দিনাজপুর এবং বিএনবিসি মানচিত্র অনুযায়ী অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ নগর/শহর
২	জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপণ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়ন	১০০০ ইউনিয়ন পরিষদ এবং নগর এলাকার ৫০০ ওয়ার্ড	নগরাঞ্চল, বন্যাপ্রবণ অঞ্চল, হাওড় এবং আকস্মিক বন্যাপ্রবণ অঞ্চল ও উপকূলীয় অঞ্চল	ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, জামালপুর, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, সিরাজগঞ্জ, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, শরীয়তপুর, মাদারীপুর, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, বরগুনা, ভোলা, কক্সবাজার, পটুয়াখালী ও নোয়াখালী
৩	পেশাজীবী, সাড়াদানকারী এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম	৫০০ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ৫০০ পেশাজীবী এবং ৫০০ সাড়াদান সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ	-	-
৪	সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের জন্য দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম, ম্যানুয়্যাল প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ	৫টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম হালনাগাদ ও পরিচালনা	-	-
৫	জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১৯ তে বর্ণিত নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন	সবচেয়ে দুর্যোগপ্রবণ ২০ জেলা এবং ৪০ উপজেলা	নগরাঞ্চল, বন্যাপ্রবণ অঞ্চল, হাওড় এবং আকস্মিক বন্যাপ্রবণ অঞ্চল, উপকূলীয় অঞ্চল ও বরেন্দ্র ও খরাপ্রবণ অঞ্চল	ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, জামালপুর, নীলফামারী, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, সিরাজগঞ্জ, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, শরীয়তপুর, খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, বরগুনা, নোয়াখালী, কিশোরগঞ্জ ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ
৬	জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সেন্দাই অগ্রাধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ	কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য এসএফডিআরআর-ট্র্যাকার প্রণয়ন	-	-
৭	উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণে (টিএপিপি, ডিপিপি) ডিআইএ অর্ন্তভুক্তি	ডিপিপি/টিএপিপি প্রস্তুতিতে-দুর্যোগ প্রভাব মূল্যায়ন বিবেচনা	-	-
৮	বড় ধরনের দুর্যোগ সাড়াদানে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সিভিল-মিলিটারি সহযোগিতা শক্তিশালীকরণ	ডিআরইই এবং সংশ্লিষ্ঠ মহড়া কার্যক্রম পরিচালনা আরসিজির সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন	-	-

ক্রম নং	কার্যক্রম	লক্ষ্য	সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ হটস্পটের নাম	লক্ষ্যিত জেলাসমূহ
৯	নগর ও গ্রামীণ দুর্যোগ সহনশীল ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন	৫টি পৌরসভা এবং ১০টি উপজেলা	-	-
১০	সামাজিক নিরাপত্তা-সংক্রান্ত কার্যক্রমে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস অন্তর্ভুক্তকরণ	১০টি দুর্যোগ সহনীয় সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকায় দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস অন্তর্ভুক্তকরণ	-	-
১১	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সকল স্তরে জেন্ডার এবং প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তকরণ	এনপিডিএম এর সকল কার্যক্রম	-	-
১২	ভূমিকম্প এবং বন্যার বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি নিরূপণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ	১০টি জেলা	বন্যাপ্রবণ অঞ্চল ও নগরাঞ্চল	ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, জামালপুর, নীলফামারী, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ ও শরীয়তপুর
১৩	গবেষণা ও উন্নয়ন সম্পর্কিত জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি	দুর্যোগের নির্দিষ্ট গবেষণা পরিচালনা, উন্নয়ন ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস-সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা এবং গবেষণা পত্র প্রকাশ	-	-
১৪	জৈব আপদের (প্যান্ডেমিকসহ) সহনশীলতা বৃদ্ধি বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম	২টি সমীক্ষা পরিচালনা এবং বাস্তবায়নের জন্য প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ	-	-
১৫	মানবসৃষ্ট আপদের সহনশীলতা বৃদ্ধি বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম	অগ্নিকান্ড ও ভবনধস-সংক্রান্ত ২টি করে গবেষণা	নগরাঞ্চল	ঢাকা ও চট্টগ্রাম
১৬	বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভূ-কম্পবিদ্যা (সাইসমোলজি) এবং ভূমিকম্প প্রকৌশল বিভাগ প্রতিষ্ঠা	২টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়	-	-
১৭	সরকারি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের পাঠ্যসূচিতে ভূ-কম্পবিদ্যা এবং ভূমিকম্প প্রকৌশল অন্তর্ভুক্তকরণ	৫টি বিশ্ববিদ্যালয়	-	-

ক্রম নং	কার্যক্রম	লক্ষ্য	সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ হটস্পটের নাম	লক্ষ্যিত জেলাসমূহ
১৮	নগর/কমিউনিটি ঝুঁকি বিশ্লেষণ (সিআরএ/ইউআরএ) পদ্ধতিতে ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	১০০টি ইউনিয়ন ৫০টি ওয়ার্ড	বন্যাপ্রবণ অঞ্চল, হাওড় এবং আকস্মিক বন্যাপ্রবণ অঞ্চল ও উপকূলীয় অঞ্চল	কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, ময়মনসিংহ, জামালপুর, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, শরীয়তপুর, খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, বরগুনা, নোয়াখালী ও কক্সবাজার
১৯	প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের পাঠ্যক্রমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয় পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণ	প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যসূচি	-	-
২০	দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১৯ অনুযায়ী প্রস্তুতি এবং সাড়াদান বিষয়ক নির্দেশিকা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ	১৫টি	-	-
২১	দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ	৪৫০,০০০ বাসগৃহ	বন্যাপ্রবণ অঞ্চল, হাওড় এবং আকস্মিক বন্যাপ্রবণ অঞ্চল ও উপকূলীয় অঞ্চল	কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, শরীয়তপুর, খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, বরগুনা, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর ও কক্সবাজার
২২	রক্ষণাবেক্ষণ, পুনরুদ্ধার এবং পুনর্নির্মাণ বিবেচনাপূর্বক টেকসই বাঁধ ও সড়ক নির্মাণের কৌশল/নির্দেশিকা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ	কৌশল/নির্দেশিকা	-	-
২৩	হাওড় অবকাঠামো নির্মাণে দুর্যোগ সহনশীল কৌশল/নির্দেশিকা প্রণয়ন ও হালনাগাদ	কৌশল/নির্দেশিকা	-	-
২৪	ভূমিকম্প সহনীয় ভবন স্থাপনা নির্মাণে পদ্ধতিতে নিয়োজিত পেশাজীবিদের (পরিকল্পনাবিদ, স্থপতি, পুরপ্রকৌশলী) দক্ষতাবৃদ্ধি	১০০০ জনসংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের প্রশিক্ষণ	নগরাঞ্চল	ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, রংপুর, দিনাজপুর
২৫	দুর্যোগ সহনশীল ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণে বিল্ডিংকোড (বিএনবিসি) অনুসরণ নিশ্চিতকরণ	সহনশীল নির্মাণে বিএনবিসি অনুসরণ	নগরাঞ্চল	ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, রংপুর, দিনাজপুর
২৬	এসওডি অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগের দুর্যোগঝুঁকি নিরূপণ কৌশল/নির্দেশিকা প্রস্তুত, পর্যালোচনা এবং হালনাগাদ	৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ (কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, শিল্প, পানি সম্পদ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়)	-	-

ক্রম নং	কার্যক্রম	লক্ষ্য	সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ হটস্পটের নাম	লক্ষ্যিত জেলাসমূহ
২৭	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে দুর্যোগঝুঁকি অন্তভুক্তি বিষয়ক নির্দেশিকা প্রণয়ন	সংশ্লিষ্ট কৌশল/নির্দেশিকা		-
২৮	শিল্পখাতে দুর্যোগ সহনশীল সরবরাহ ব্যবস্থাপনা (সাপ্লাই-চেইন) উন্নয়নে নৌ-যোগাযোগ ব্যবস্থা অধুনিকীকরণ	বিদ্যমান কৌশল হালনাগাদ এবং অবকাঠামোর উন্নয়ন	-	-
২৯	টেকসই ও সহনশীল কৃষি পদ্ধতির সম্প্রসারণ (লবণাক্ততা/বন্যা/খরা সহনশীল খাদ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন) এবং পারিবারিক পর্যায়ে খাদ্য গুদাম (ফুড সাইলো) বাস্তবায়ন	জলবায়ু সহনশীল জাত ও কৃষি পদ্ধতির সম্প্রসারণ	বন্যাপ্রবণ অঞ্চল, বরেন্দ্র ও খরাপ্রবণ অঞ্চল ও উপকূলীয় অঞ্চল	কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, ময়মনসিংহ, জামালপুর, রাজশাহী, চাপাই নবাবগঞ্জ, নওগা, নাটোর, শরীয়তপুর, খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, বরগুনা, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর ও কক্সবাজার
		৫০০,০০০ বসত বাড়িভিত্তিক খাদ্য মজুদ ব্যবস্থা/সাইলো স্থাপন		
৩০	দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে অর্থায়ন, প্রযুক্তি সহায়তা এবং অংশীদারিত্বের জন্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কৌশল প্রণয়ন	কৌশল প্রণয়ন	-	-
৩১	দুর্যোগ সহনশীলতা নিশ্চিতকরণে সম্পদ সমাবেশীকরণ	২টি সংশ্লিষ্ট আর্ন্তজাতিক সহযোগিতা চুক্তি ও বাস্তবায়ন	-	-
৩২	নদী, খাল ও জলাধারগুলোর নাব্যতা বৃদ্ধিকরণ	২০টি জলপথ যোগাযোগ	বন্যাপ্রবণ অঞ্চল ও উপকূলীয় অঞ্চল	ঢাকা, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, শরীয়তপুর, যশোর, খুলনা ও সাতক্ষীরা
খ.	**সতর্কীকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন**			
৩৩	বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিধস, বজ্রপাতের পূর্বাভাস এবং সতর্কীকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও পূর্বাভাস-ভিত্তিক সাড়াদান কার্যক্রম সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ	২টি মডেল বাস্তবায়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিককরণ	বন্যাপ্রবণ অঞ্চল উপকূলীয় অঞ্চল, হাওড় এবং আকস্মিক বন্যাপ্রবণ অঞ্চল ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল	গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, সিলেট, কিশোরগঞ্জ, খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, বরগুনা, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার
৩৪	আকস্মিক বন্যার জন্য স্থানিক আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন	২টি মডেল বাস্তবায়ন	হাওড় এবং আকস্মিক বন্যাপ্রবণ অঞ্চল	সুনামগঞ্জ, সিলেট, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা

ক্রম নং	কার্যক্রম	লক্ষ্য	সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ হটস্পটের নাম	লক্ষ্যিত জেলাসমূহ
৩৫	জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা	সংশ্লিষ্ঠ বিধি প্রণয়ন ও সংগঠন প্রতিষ্ঠা	-	-
৩৬	ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)-র কার্যক্রম সম্প্রসারণ	১০টি উপকূলীয় জেলা	উপকূলীয় অঞ্চল	খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পিরোজপুর চাঁদপুর, গোপালগঞ্জ, বরগুনা, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর ও কক্সবাজার
৩৭	বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচির সংখ্যা বাড়ানো/প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ	১০ জেলায় বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচি সম্প্রসারণ	বন্যাপ্রবণ অঞ্চল	কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, ময়মনসিংহ, জামালপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ ও শরীয়তপুর
৩৮	বেসরকারি খাতের জন্য ঝুঁকি অবহিতিমূলক বিনিয়োগ নীতিমালা নির্দেশিকা প্রণয়ন	সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা প্রণয়ন	-	-
গ.	**জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন**			
৩৯	ভূমিকম্প ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন	৮টি নতুন শহর এবং ৮টি পৌরসভা	নগরাঞ্চল	ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, রংপুর, রাজশাহী ও দিনাজপুর
৪০	গবেষণা এবং উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ	সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে গবেষণা খাতে অন্তত ৫% অর্থ বরাদ্ধ নিশ্চিত	-	-
৪১	কার্যকারী দুর্যোগ সাড়াদানে সরবরাহ ব্যবস্থা (Logistic) পরিকল্পনা প্রণয়ন	পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রচার	-	-
৪২	বিভিন্ন শিল্পখাতের জন্য ব্যবসায় ধারাবাহিকতা পরিকল্পনা (BCP) প্রণয়ন	২টি শিল্প খাত	-	-
৪৩	সমন্বিত ও একীভূত ডিজাস্টার রেসপন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তৈরির মাধ্যমে ঝুঁকিভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সাড়াদান পদ্ধতি প্রণয়ন	ডিজাস্টার রেসপন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম	-	-
৪৪	দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় প্রতিবন্ধিতা ও মনোসামাজিক বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন	সাড়াদান কার্যক্রমে নিয়োজিত ৫০০ পেশাজীবী	-	-
৪৫	মনুষ্যসৃষ্ট/প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করার জন্য ফায়ার সার্ভিসের মাস্টার প্লান প্রণয়ন (অগ্নিকান্ড, ভবনধস, ভূমিকম্প)	মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন	-	-

ক্রম নং	কার্যক্রম	লক্ষ্য	সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ হটস্পটের নাম	লক্ষ্যিত জেলাসমূহ
৪৬	জাতীয় জরুরি দুর্যোগ পরিচালন কেন্দ্র (এনইওসি) এবং হিউম্যানিটেরিয়ান স্টেজিং এরিয়া (এইচএসএ) স্থাপন	এনইওসি এবং এইচএসএ এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন	-	-
ঙ.	**পুনর্বাসন, পুনর্গঠন এবং পুনরুদ্ধার ব্যবস্থা উন্নয়ন**			
৪৭	দুর্যোগের পুনরুদ্ধার কৌশল/পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	দুইটি আপদ বিবেচনাপূর্বক কার্যক্রম গ্রহণ	-	-
৪৮	দুর্যোগ এবং জলবায়ুজনিত বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা কৌশল বাস্তবায়ন	সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি প্রণয়ন	-	-
৪৯	দুর্যোগ সহনশীল পুনরুদ্ধার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে অর্থায়ন নিশ্চিতকরণ	সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা প্রণয়ন	-	-
৫০	দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) উদ্ভাবন ও প্রসার	প্রস্তুতি, সাড়াদান, পুররুদ্ধার ও পুনর্বাসন সংকেত প্রচার, ঝুঁকি বিশ্লেষণ, ঝুঁকি যোগাযোগ ও সচেতনতা কার্যক্রম, সমন্বয়সাধন, বেনিফিসিয়ারি টার্গেটিং, তথ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের প্রত্যেকটির জন্য একটি করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের পন্থা উদ্ভাবন		